জীবন-সহচরী।

(প্রথম ভাগ।)

শ্রীগিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

২১ নং শঙ্কর হালদারের লেন হইতে
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সহস্র।

কলিকাতা।
১৪৭ নং অপার চিৎপুররোড সোভাবাজার।
সূর্য্য প্রেসে
শ্রীউমেশচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সাল।

উপহার।

"জীবন-সহচরী"

মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার

সুকোমল করকমলে

সাদরে অর্পিত

হইল।

ভূমিকা।

—oo—

কথোপকথনচ্ছলে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য; ইহা পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের বিন্দুমাত্রও উপকার হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

নেউলকিশোর প্রেস,
লাক্ষ্ণৌ। } শ্রীগিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্য।

সূচী পত্র।

—০—

জীবন-সহচরী।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

স্বামী। তুমি কতদূর লেখাপড়া শিখিয়াছ?

স্ত্রী। ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছি।

স্বামী। তবে কতকটা লেখাপড়া শিখিয়াছ। এখন বলদেখি, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য কি?

স্ত্রী। উদ্দেশ্য আবার কি? লেখা ও পড়া। প্রিয়জনকে চিঠি পত্রাদি লিখিব ও ভাল ভাল নাটক নভেল পড়িব।

স্বামী। বাঃ, বেশ বুদ্ধি! ধর্ম্মবৃত্তি সম্যকরূপে উত্তেজিত করাই বিদ্যাশিক্ষার

মুখ্যতম উদ্দেশ্য। এখন বল দেখি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তোমার পিতামাতা কোন্ ধর্ম্ম মানেন, এবং তুমিই বা কোন্ ধর্ম্ম মান ?

স্ত্রী। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা এক কথায় কেমন করিয়া বলিব; হিন্দুরা ঠাকুর দেবতা মানাকে, খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্ট ভজনাকে, এবং মুসলমানেরা মহম্মদ প্রদর্শিত পথে গমন করাকে ধর্ম্ম বলে। বাবা ধর্ম্মই মানেন না, অথবা কোন্ ধর্ম্ম মানেন তাহা জানি না। মা হিন্দুধর্ম্ম মানেন, কিন্তু "গুরু মা" বা মেম সাহেব বলেন, উহা মিথ্যা। বিশেষতঃ ইহাতে আমারও আস্থা নাই, কারণ যে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি কুম্ভকার কর্ত্তৃক গঠিত হইয়া থাকে, তাহাকে কি বলিয়া ঈশ্বর ভাবি। হিন্দুরা পৌত্তলিক, পুঁতুল পূজা করিয়া থাকে।

স্বামী। ইহা তোমার ভুল, হিন্দুরা পৌত্ত-লিক নহে। তুমি জান, স্ত্রীলোক অন্তঃসত্ত্বা হইলে, পোড়া মাটি খাইতে অভিলাষ করে। তুমি দেখিয়াছ কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু আমি এরূপ অনেক স্থলে দেখিয়াছি, অন্য-প্রকার দগ্ধ মৃত্তিকা না পাওয়ায়, বড় বড়

হিন্দুর ঘরের মেয়েরা দুই এক পয়সা দিয়া একটী মাটির গোপাল অথবা অন্য কোন দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ক্রয় করিয়া তাহা ভক্ষণ করে। যদি হিন্দুরা পুতুলপূজক হইত, তাহা হইলে কখন কি ঈশ্বরকে উদরসাৎ করিত! এতদ্ব্যতিরিক্ত নবদ্বীপ ও কাশীর অনেক অধ্যাপকের বাটীতে দেখিয়াছি, সপ্ত-পুত্তলিকা-বিশিষ্ট দুর্গার চাল চিত্র করিবার সময়, কোন এক প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে অথবা স্কন্ধদেশে পদ রাখিয়া চিত্রকরেরা চাল চিত্র করে। হিন্দুরা যদি পৌত্তলিক হইত, তাহা হইলে কি প্রকারে ঈশ্বরের মস্তকে পদাঘাত করিতে সাহস করিবে! আমরা যে সেই কুম্ভকার নির্ম্মিত পুত্তলিকাকে ঈশ্বর ভাবি, তাহা নহে। নিরাকার ঈশ্বরের বিষয় মনে ধারণা করা যায় না, এই জন্যই ঈশ্বরের আকৃতি কল্পনা করিয়া তাহাকেই ঈশ্বরনির্ব্বিশেষে ভক্তি করিয়া থাকি; ইহাতে মুক্তির উপায় সহজ হইয়া আইসে। যেমন মূল হইতে ফল উৎপন্ন হয়, একেবারে বৃক্ষ ফল প্রসব করে না, তেমনি প্রথমে স্বাকার উপাসনা করিয়া যখন ঈশ্বরবিষয়ে জ্ঞান জন্মিবে তখন, ইচ্ছা হয়, নিরাকার ভাবিতে

পার, নতুবা প্রথম হইতে চক্ষু বুজিয়া নিরাকার ভাবিলে, কেবল অন্ধকার দেখিবে, এবং চিরকাল অন্ধকারেই থাকিবে।

স্ত্রী। আচ্ছা, এখন বুঝিলাম, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

স্বামী। যে গুণ দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে, এবং যাহার অভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। যোগ-তপাদি দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয় সকল দমিত হইলে, জ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল ও প্রখর হয়, তখন সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমাত্মা দর্শন করাই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন ইহার কতকগুলি আনুষঙ্গিক ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, পিপাসাতুরকে জলদান, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান প্রভৃতি সৎকর্ম্মই ধর্ম্মের দ্বারস্বরূপ। পরের দুঃখ যথাসাধ্য মোচন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলিতে নাই, এবং কাহারও প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে নাই। সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান হওয়া উচিত।

স্ত্রী। কি ক্ষর্ ক্ষর্ করে কতকগুলো বক্‌লে,

তোমার উচিত। তুমি ছায়ার ন্যায় আমার অনুগতা হইবে ও সখীর ন্যায় আমার হিতকর্ম্ম করিবে, এবং সদাসর্ব্বদা প্রিয়কার্য্য ও প্রিয়বাক্য দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট রাখিবে।

স্ত্রী। আমি কি কোন কুকথা বলেছি?

স্বামী। না, আর বলিবেই বা কেন? তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, তুমি জান নারীর স্বামীই গতি, স্বামীতুষ্টে দেবতুষ্ট। বিশেষতঃ শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্নুষা, ইহারা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন; কেবল স্ত্রীই স্বামীর ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। যেরূপ সাবিত্রী বীর্য্যবান সত্যবানের অনুবর্ত্তিণী হইয়াছিলেন, যেমন জনকদুহিতা সীতা শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিণী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমার অনুগমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রী। আচ্ছা, যাইব, কিন্তু একবার বাবাকে বল।

স্বামী। অবশ্য, তোমার পিতার সম্মতিক্রমে তোমাকে লইয়া যাওয়া উচিত; কাল

তোমার পিতা তোমাকে লইয়া যাইবেন, পরে আমি তোমাদের বাড়িতে যাইয়া তোমাকে লইয়া আসিব; কিন্তু যতদিন বাপের বাড়িতে থাক, হট্ হট্ করে বেড়িও না, আর মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও, কারণ পত্রদ্বারা অর্দ্ধদর্শনজনিত সুখ অনুভব করা যায়।

স্ত্রী। যেখানে সেখানে বেড়াইতে নাই, জানি। পত্র লিখিব। সে যাহাহউক, ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা বুঝিলাম, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও জানিলাম; কিন্তু স্বামী স্ত্রীতে এমন যে গুরুতর সম্বন্ধ, তাহা কি ইহজীবনেই শেষ হয়?

স্বামী। না, শাস্ত্র বলেন যে, পিতৃ-মাতৃ-প্রভৃতি প্রতিপালকবর্গ কর্ত্তৃক যে স্ত্রী যে পুরুষে প্রদত্তা হয়েন, সে স্ত্রী ইহলোকে যেমন সেই পুরুষেরই থাকেন, পরলোকে (মৃত্যুর পরে) ও তাহাই থাকেন। এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, শয়ন করিগে।

স্ত্রী। রাত্রি অনেক হয়েছে সত্য, কিন্তু কেবল তোমার কথা শুনিবার নিমিত্ত কৌতুহল বাড়িতেছে।

একেবারে কি অত বুঝ্‌তে পারি? প্রথম হইতে কি করা উচিত, বুঝিয়ে বল না।

স্বামী। প্রথমতঃ দীক্ষিত হওয়া বিধেয়, এবং ইষ্টমন্ত্রে দৃঢ় ভক্তি থাকা চাহি; কারণ একটা মেয়েলি কথা আছে, "ভক্তিতে পাইবে কালী, তর্কে বহু দূর।" শাস্ত্রে ইষ্টমন্ত্র প্রসন্ন করিবার উপায় আছে।

স্ত্রী। যে উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তাহাই এখন বল।

স্বামী। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃ আপনার ইষ্টদেব বা দেবীর মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিয়া মানসোপাচারে পূজা করিবে। তৎপরে যখন যে কাজ করিবে, তৎসমস্তই ইষ্টদেব বা দেবীর নামোচ্চারণ না করিয়া করিবে না। স্নানের সময়, "আমার ইষ্টদেব বা দেবীর প্রীতির নিমিত্ত স্নান করিতেছি" এরূপ ভাবিবে, এবং স্নানান্তে পুনরায় মনে মনে ইষ্টদেব বা দেবীর পূজা করিয়া যথাসাধ্য ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। পান ভোজনের সময়, সমস্ত পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য ইষ্টদেব বা দেবীকে অর্পণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবে, ইহাকেই আত্মবৎ সেবা

কহে; ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের সহজ উপায় আর নাই। সে যাহা হউক, আমি কোথায় চাকরি করি জান? তোমারও তথায় যাইতে হইবে।

স্ত্রী। আমিত যাইব না।

স্বামী। কি, যাইবে না? তোমার ন্যায় বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মুখে এ অযথা বাক্য শোভা পায় না। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, প্রাতে মধ্যাহ্নে, স্বায়ংকালে সকল সময়েই আমার অনুবর্ত্তিনী হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণকালের জন্যও কোন বিষয়ে মন নিয়োজিত করা তোমার উচিত নহে। সকলে আমাকে সামান্য অর্থে তোমার স্বামী বলিয়া জানেন, কিন্তু তোমার জানা উচিত যে, আমি প্রকৃত অর্থেই তোমার স্বামী—তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর।

স্ত্রী। আমিই বুঝি চোরদায়ে ধরা পড়েছি, তোমার বুঝি কিছু কর্ত্তব্য নাই।

স্বামী। থাকিবে না কেন? সাধ্যানুসারে তোমার কল্যানবিধান করা আমার সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য; সেইরূপ আমার শুভানুষ্ঠান করাও

স্বামী। আবার কত সময় শুনিবে। এক মাঘে ত আর শীত পালায় না। এখন ঘুমোও, অধিক রাত্ জাগ্‌লে অসুখ কর্ব্বে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—(*)—

স্বামীর পত্র।

ব্রত নিয়মাদি।

এলাহাবাদ।
২রা বৈশাখ—১২৮৭।

শ্রীমতি,

আজ আমি কর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়াছি। ক্রমাগত রেলযোগে ভ্রমণ করায় শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। এই প্রথম পত্র তোমাকে লিখিতে বসিয়াছি, সুতরাং ইহা বাজে কথায় পরিপূর্ণ করিতে চাহি না। আমাদের দেশের সেকালের মেয়েরা নানাবিধ ব্রত করিতেন, কিন্তু

আধুনিক বঙ্গমহিলারা প্রায়ই সে কষ্টটুকু স্বীকার করেন না; সে যাহাহউক, আমি ভরসা করি তুমি ব্রতনিয়মাদি যথাবিধি প্রতি-পালন করিতে থাকিবে; ইহাতে মন নির্ম্মল ও শরীর পবিত্র হয়, এবং ধর্ম্মবীজ অন্তরমধ্যে রোপিত হয়। ঐ বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হইয়া মনোহর বৃক্ষে পরিণত হয়, এবং তাহা হইতে আশানুযায়িক ফল লাভ করা যায়। স্বামী-সোহাগ ব্রত সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু বাঙ্গালির মেয়েরা ইহা করিতে পারেন না। পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন নারী এ ব্রত প্রতিপালন করিয়া থাকেন। স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট দ্বারা জীবন ধারণ ও পদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা পতির সেবা শুশ্রূষা করা এ ব্রতের প্রধান অঙ্গ। সাবিত্রী ব্রত, পঞ্চমী ব্রত, প্রভৃতি ব্রত আমার ঠাকুর মা করি-তেন, জানি; কিন্তু আজকাল এসকল দুষ্কর ব্রত পল্লীগ্রামে কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু কলিকাতায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত তোমার পুত্র না হয়, তুমি ধনগছানি ব্রত করিতে পার। এতদ্ভিন্ন জলদান, অন্নদান, মধু সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্রতও করিতে

পার। এ সকল ব্রত দানঘটিত, সুতরাং ইহার ফল কখনই মন্দ হইতে পারে না, বিশেষতঃ এই বয়স হইতে যদি তুমি ব্রতোদ্দেশে দানাভ্যাস এবং ধর্ম্মোদ্দেশে ত্যাগ-স্বীকার করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে তুমি যে হিন্দুর গৃহে এক অপূর্ব্ব নিধি হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

ইতি। আশীর্ব্বাদক—

শ্রীঃ—

স্ত্রীর পত্র।

—০—

সতীত্ব।

কলিকাতা।

৭ই বৈশাখ—১২৮৭

আর্য্য পুত্র,

তোমার ২রা বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। রেলগাড়িতে ভ্রমণ করায় তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া আমি যে কিরূপ কষ্টভোগ

করিতেছি, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী জগত্তারিণী দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা অচিরাৎ তোমাকে সুস্থ করুন। অত্যল্পমাত্র লেখাপড়া শিখিয়া আজকালকার স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বিলাসিনী ও গর্ব্বিতা হইয়া উঠেন, তাহাতে ব্রতনিয়মাদি দ্বারা ধর্ম্মাভ্যাস যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। তোমার আদেশমত আমিও অদ্য হইতে ব্রত-নিয়ম পালন করিতে আরম্ভ করিলাম। তুমি লিখিয়াছ, স্বামীসোহাগ ব্রত বাঙ্গালির মেয়েরা করিতে পারেন না, এ কথা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না; অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাচালতা মাপ করিবেন। অধুনিক স্ত্রীগণের নিকট স্বামী এক-প্রাকর ঘৃণার পদার্থ হইয়া উঠিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া সকল স্ত্রীই কি সমান। যাঁহারা সতীত্বের মর্ম্ম জানেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ ব্রত প্রতিপালনের কষ্ট অতি তুচ্ছ পদার্থ। সতীত্বই আমোদের বলবিক্রম, এবং এই সতীত্বের তেজে আমরা করিতে পারি না, এমন সৎকার্য্যই নাই। ভগবতী পিতৃ মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া

জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের সতীত্ব ভিন্ন আর কোন ভূষণ নাই, এই সতীত্বের তেজে আমরা দশদিক দাহন করিতে পারি। আজ-কালকার স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারের নিমিত্ত স্বামীকে বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। কিন্তু আমি বলি, এ সকল সামান্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? সতীত্ব মণির নিকট কোটি কোটি কোহেনুরেরও প্রভা তুচ্ছ বোধ হয়। পিতা দুহিতাকে জামাতৃ-গৃহে পাঠাইবার সময় বিবিধ ধন ও আভরণ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় পরমেশ-পিত-দত্ত সতীত্ব-রূপ স্ত্রীধনে বিভূষিত হইয়া রমণীগণের পতি-ভবনে গমন করা উচিত, এবং সেই বাপের বাড়ির নিধি গৌরবের ধন চিরকাল মহাসমাদরে রক্ষা করা উচিত। স্বামী যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করা সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে পতিব্রতা নাম্নী এক নারী ছিলেন। তাঁহার স্বামী অশীতিবর্ষবয়স্ক এবং গলিতকুষ্ঠ; কিন্তু পতিব্রতা এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতেন না, প্রত্যুতঃ তাঁহাকেই হৃদয়ের ঈশ্বর

ভাবিয়া অহোরাত্র তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্তা থাকিতেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধের গঙ্গাস্নান করিতে ইচ্ছা হয়, অমনি সতী স্বীয় পতিকে স্কন্ধে করিয়া জাহ্নবী-তীরাভিমুখে ধাবিতা হইলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে মার্কণ্ডেয় ঋষি শূলোপরি ধ্যানস্থ ছিলেন, এবং বৃদ্ধের মস্তক ঋষির চরণ-স্পর্শ করায়, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন সেই মুণিশ্রেষ্ঠ রোষ-কষায়িত লোচনে কহিলেন, "রে পাপাধম, তুই আমার ধ্যান ভঙ্গ করিলি, এই পাপে এই কালরাত্রি প্রভাত হইলেই, তোকে রবিসুত সদনে যাইতে হইবে"। পতিব্রতা স্বামীর প্রতি ঘোর অভিশম্পাত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীতা হইলেন, এবং নানাবিধ স্তবস্তুতিদ্বারা ঋষি-প্রবরকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই সফলমনোরথা হইতে পারিলেন না। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিকরতঃ বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, "মা, দাক্ষায়ণি, পতিব্রতার পক্ষে পতি কি অমূল্য নিধি, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে; অতএব মা যদি আমি সতী হই, যদি পতির প্রতি আমার মন থাকে

এবং যদি স্বপ্নেও পরপুরুষের প্রতি আমার মন নিয়োজিত না হইয়া থাকে, (দেবতুল্য ঋষির বাক্য সত্য হইবে, ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই) তাহা হইলে অদ্যকার রাত্রি যেন প্রভাত না হয়।” তৎপরে পতিব্রতা পতিকে গঙ্গাস্নান করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমে প্রভাত সময় উপস্থিত, কিন্তু সূর্য্যদেবের সাধ্য কি যে, পতিব্রতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, উদয়গিরি গমন করেন। তখন ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ নিতান্ত ভীত ও ত্রস্ত হইয়া নারায়ণের শরণাগত হইলেন। ভগবান হরি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কহিলেন, “আমি কি করিতে পারি? একপক্ষে মার্কণ্ডেয় ঋষি—তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এই দেখ আমি ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছি। অপর পক্ষে পতিব্রতা—তাঁহারই বাক্য বা কি প্রকারে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হই, কারণ একবার কোন পতিব্রতা নারীর অভিশাপে ত্রেতাযুগে গহনকানন মধ্যে আমাকে, ‘হা সীতে, হা জানকি,’ বলিয়া রোদন করিতে হইয়াছিল। যিনি মূর্ত্তিমতী সতী, এবং যাঁহারই

আরাধনাবলে আমি এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছি, চল আমরা সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর নিটক গমন করি, তিনি ইহার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিবেন”। অনন্তর নারায়ণ প্রমুখ দেবগণ ভগবতীর শরণাপন্ন হইলে, দেবী দেববৃন্দকে অভয়দান করতঃ মার্কণ্ডেয় সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “আমার প্রসাদে তুমি অজর ও অমর হইবে, এবং আমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে, যাহা পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে, মানব মুক্ত হইবে; সম্প্রতি তুমি শাপ-বিমোচন কর।” মুনিশ্রেষ্ঠ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, “মহাদেবি, বৃদ্ধ শাপমুক্ত হয়, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে যেন মিথ্যাবাদী হইতে না হয়।” তখন ভগবতী পতিব্রতাকে কহিলেন, “পতিব্রতে, তোমার কল্যান হউক, তুমিই আমার বাক্যানুসারে রাত্রি প্রভাত হইতে অনুমতি করিয়া ত্রিলোকবাসীগণকে রক্ষা-কর; ঐ দেখ, দেবগণ নিস্তব্ধভাবে সতৃষ্ণ-নয়নে তোমার অনুজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছেন”। পতিব্রতা গলবস্ত্রা হইয়া দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ কহিলেন, “মা, তোমার আদেশ শিরো-

ধার্য্য, রাত্রি প্রভাত হউক, কিন্তু যাহাতে আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, এরূপ বিধি হউক"। অনন্তর দেবীর আদেশ-ক্রমে সূর্য্যদেব উদিত হইলে, পতিব্রতার স্বামী প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু সর্ব্বভূতে দয়াবতী ভগবতী তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদান করতঃ কহিলেন, "পতিব্রতে, এই তোমার স্বামীকে আমি পুনর্জ্জীবিত করিলাম। ঐ দেখ, আমার বরে তোমার অতি বৃদ্ধ স্বামী সুস্থ ও সবলকায় হইয়া নবযৌবন লাভ করিলেন, এবং আমার প্রসাদে তুমি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বরী হও"। এই বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হইলে, নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ পতিব্রতাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এখন বুঝিলে সতীর অসাধ্য কিছুই নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"সতীত্ব অমূল্য নিধি, বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী, এমন রতন॥"

তোমার মুখেও শুনিয়াছি,

"সতী পতিব্রতা নারী, পারিজাত সম,
কুটিলা কুলটা হয়, জীবের অধম।"

কি বলিব, তুমি এখানে নাই, তাহা হইলে জানিতে পারিতে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে "ভ্রষ্টের মুল্লুকে" কলিকাতা সহরে বাঙ্গালির ঘরে এমন মেয়ে আছে, যাহারা হাসিতে হাসিতে স্বামী-সোহাগ অথবা তাহা অপেক্ষাও দুষ্কর কৃত সম্পাদন করিতে পারে। ইতি—

তোমার সেবিকা।

শ্রীমতী———।

পুনশ্চ। আমাকে কবে লইয়া যাইবে?

স্বামীর পত্র।

গুরুজনের আজ্ঞাপালন।

এলাহাবাদ।

৭ই বৈশাখ, ১২৮৭।

শ্রীমতি,

তোমার পত্র পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। এক কথায় বলি,—

দেবতুল্য সুখী সেই, যার পত্নী সতী,
অসতীর সহবাস, নরকে বসতি।

কিন্তু স্বর্গসুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, তোমার ন্যায় সহধর্ম্মিনী কয় জন পান্?

তোমাকে আনিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পিতা পাঠাইতে স্বীকৃত নহেন, এবং তিন বৎসর কাল তোমাকে পাঠাইবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গ যুবকগণের ন্যায আমি বিরহ বর্ণন করিতে চাহি না, মনের কথা মনে থাকাই ভাল। আমিও কোন গতিকে এই তিন বৎসর কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিব, কারণ তোমার পিতা আমার পিতৃতুল্য। যিনি পিতৃ-পদ-বাচ্য এবং গুরু, তিনি কাম, ক্রোধ, হর্ষ বা অবিমৃশ্যকারিতা বশতঃ যাহা করিতে আদেশ করেন, কোন্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অপেক্ষা করতঃ তাহা না করিয়া থাকিতে পারেন? আমিও তোমার পিতার এই প্রতিজ্ঞা যথাবিধি প্রতিপালন করিব। ধর্ম্ম জানেন, আমি কখন জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতঃ গুরুজনের অপ্রীতিকর অত্যল্পমাত্রও কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। যে বিধাতার প্রভাবে

তোমার পিতার এইরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, এবং মনও তদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে, তাঁহাকে ক্লেশিত করা আমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আমিও তোমাকে এই তিন বৎসর কাল আনিব না। এতাবৎকাল আমি যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিব, তাহা বলা যায় না। তোমার পিতাকে আমি যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকি; এবং তাঁহারও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করা উচিত; অতএব আমি দৈব ব্যতীত অপর কাহাকেও এ ঘটনার প্রয়োজক বলিতে পারি না। বল দেখি, আমার মর্ম্মান্তিক পীড়াজনক এ দারুন প্রতিজ্ঞা তিনি কেন করিলেন? নিশ্চয়ই দৈবের অসহনীয় প্রভাবে, তাঁহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সেই দৈবের প্রভাব অব্যক্ত ও অচিন্তনীয়, এবং তাহা কোন প্রাণী হইতেই প্রতিহত হয় না। সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, উৎপত্তি ও বিনাশ, সমস্তই দৈবের কার্য্য। সুতরাং তোমার পিতা তোমাকে পাঠাইলেন না, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই, এরূপ ভাবিয়া তুমি তাঁহাকে পূর্ব্বমত ভক্তি করিবে। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে, আধুনিক বঙ্গবালাগণ, হিতাহিত বিবেচনাশূন্য

পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত মস্তক আর্য্য-ধর্ম্মদ্বেষী (যাহার পবিত্র হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাহার দ্বারা কখনই এরূপ কার্য্য সম্ভবে না) পিতার কুহকে পড়িয়া পতিকে একেবারে উদ্দেশ করেন না, অথবা জনকের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অভক্তি অথবা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হয়েন। সাবধান, তুমি যেন কদাচিৎ এরূপ গর্হিত আচরণের অনু-গমন করিও না। সদা সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে, তাহা হইলে এই তিন বৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীঃ—

স্ত্রীর পত্র।

দাম্পত্য প্রণয়।

কলিকাতা।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

আর্য্যপুত্র,

তোমার পত্র পাইয়া চরিতার্থ হইলাম। যদিচ সকল সময় দৈবের অপ্রতিহত তেজ স্বীকার

করিতে হইলে, মনুষ্য সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, তত্রাচ এরূপ অবস্থায় দৈবের উপর সকল দোষারোপন করতঃ মনকে প্রবোধ দেওয়া উচিত; এতদ্ব্যতিরিক্ত স্বামীর আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে পালন করা স্ত্রীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং আমিও এই তিন বৎসর কাল ধর্ম্মালোচনা করতঃ সময়াতিবাহিত করিব; কিন্তু ইহা আমাকে অবশ্য বলিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকের পিতা অপেক্ষা পতি গুরু। ইহা প্রমান দাক্ষায়ণী পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া, "পিতঃ, তোমার ছাগমুণ্ড হইবে, এইরূপ অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন, এবং সেই সতীর শাপে ছাগলের মুখের ন্যায় দক্ষের মুখ হইয়াছিল।

অনেকে আপনাদের প্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভালবাসা পাইবার প্রত্যাশায়, অথবা মিষ্টকথা শুনিবার বা প্রিয়কার্য্য দেখিবার আশায় ভালবাসিয়া থাকেন। কিন্তু আমি ইহাকে ভালবাসা বলিতে পারি না, ইহা ঘোর স্বার্থপরতা। তবে যে প্রকৃত ভালবাসার সহিত স্বার্থের একেবারে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাও আমি স্বীকার করিতে পারি না; অবশ্য তোমাকে

ভালবাসিলে আমি সুখী হই, নতুবা ভালবাসিব কেন? সেই সুখটুকুই স্বার্থ। প্রকৃত প্রণয় অতি কঠিন বস্তু; তোমার পদ কণ্টকবিদ্ধ হইলে তুমি যেরূপ শারীরিক ক্লেশ অনুভব কর, যদি আমি কেবলমাত্র মানসিক কষ্ট ভোগ না করিয়া সেই সময়ে তোমার ন্যায় শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার যথার্থ প্রণয় হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে; আর তুমি নিকটেই থাক, বা দূরেই থাক, তুমিই আমার হৃদয়ের ঈশ্বর। অথবা যখন দিনরাত তোমার মূর্ত্তি আমার হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছে, তখন তুমি দূরে আছ, একথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি। আমার আত্মা তোমার আত্মার সহিত মিলিত রহিয়াছে, কেবল পরস্পরের শরীর পৃথক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে; এই জন্য ভালবাসার বস্তু নিকটে থাকুক বা শতক্রোশ দূরেই থাকুক, প্রকৃত প্রেমিকের পক্ষে তাহাতে বড় অধিক ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। স্বামী প্রবাসী হইলে আজকালকার মেয়েরা বিরহজনিত খেদ-পূর্ণ দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র লিখিয়া থাকেন; কিন্তু যে স্ত্রী ক্ষণকালের নিমিত্তও স্বামীকে দৃষ্টিপথের

বহির্ভূত বিবেচনা করেন, তাহার অন্তরে যে স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্রও ভালবাসা আছে, ইহা আমি কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। যিনি এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন, তিনি আপনার পরমাত্মাও দূরে অবস্থিতি করিতেছে ভাবিয়া, তাহার দর্শণ কামনায় কখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইতে পারেন না। তাহা বলিয়া, তুমি ভাবিও না যে, তুমি নিকটে থাকিলে আমি যেরূপ সুখী হই, তুমি দূরে থাকিলেও আমি সেইরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব। তুমি নিকটে থাকিলে, অহোরাত্র তোমার সেবা শুশ্রুষা করিয়া পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। এখন আমি সেই ধর্ম্মে বঞ্চিতা রহিয়াছি, এবং কতকাল যে বঞ্চিতা থাকিব, তাহাও জানি না, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয় ? শাস্ত্রে কথিত আছে, স্বামী বিদেশে থাকিলে স্ত্রীকে অতি কঠোর ব্রত পালন করিতে হয়; ভোগ্য ও কাম্য বস্তুসকল একেবারে ত্যাগ করিতে হয়; দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে মৃত্তিকায় শয়ন করিতে হয়; এবং যে পরিমানে আহার না করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, কেবল সেই

পরিমাণেই আহার করিতে হয়, এবং দিবারাত্রি স্বামীর প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হয়। আমিও এইরূপ কঠিন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি, ভরসা করি, তোমার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব। আমি শারীরিক ভাল আছি, তোমার কুশল সমাচার লিখিয়া এ দাসীকে চরিতার্থ করিবে। ইতি—

তোমার সেবিকা।

শ্রীমতী—

স্বামীর পত্র।

—(*)—

হিন্দুর নিত্যকর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতি।

এলাহাবাদ।

৫ই আষাঢ়, ১২৮৭।

শ্রীমতী,

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। আজ আমি হিন্দুর নিত্যকর্ম্ম ও পূজা-পদ্ধতির বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি, তুমি বিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিবে।

প্রত্যূষে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকে, শাস্ত্রমতে তাহার মহা পাপ হয়। প্রথমতঃ গুরুদেবের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার মানসিক পূজা করিবে। তৎপরে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের ও নবগ্রহের নিকট আপন মঙ্গল প্রার্থনা করিবে। যথা,—

ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমি-
সুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু কুর্ব্বন্তুসর্ব্বে
মম সুপ্রভাতং॥

তাহার পর দুর্গা নাম স্মরণ করিবে। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ প্রভাতে দুর্গানাম স্মরণ করিলে, সমস্ত আপদ বিপদের শান্তি হয়। যথা,—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥

অদনন্তর বিষ্ণুর ষোড়শ নাম স্মরণ করিবে। যথা,

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং।

নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং।
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং।
এতানি ষোড়শনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

তাহার পর অহল্যাদি মহাপাতকনাশিনী পঞ্চ-কন্যা স্মরণ করিবে। যথা,—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং॥

তৎপরে পুণ্যশ্লোক চতুষ্টয়কে স্মরণ করিবে। যথা,—

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

তদনন্তর হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া স্নানের আয়োজন করিবে। স্নান সপ্তবিধ, যথা,—

মন্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।
বারুনং মানসঞ্চৈব স্নানং সপ্তবিধং তথা॥

ইহার মধ্যে অবগাহন স্নানকে বারুণ স্নান কহে, গৃহস্থদিগের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য-

কর্ম্ম। প্রথমতঃ তাম্রপাত্রে কুশ-তিল-জলাদি গ্রহণ করিয়া অমুক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত স্নান করিতেছি, এরূপ কহিবে। যথা,—

তাম্রপাত্রং সদুর্ব্বঞ্চ সজলং সতিলং ততঃ।
গৃহিত্বা অমুক দেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ॥

তার পর স্নান করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও গুরু উদ্দেশে তর্পণ করিবে। পিতা জীবিত থাকিলে তাঁহার তর্পণ করিতে হয় না। তৎপরে সূর্য্য অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যথা,—

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
ইদমর্ঘ্যং নমঃ শ্রী সূর্য্যায় নমঃ॥

তৎপরে যথা শক্তি ইষ্টদেবের বা ইষ্টদেবীর পূজা করিবে। প্রথমতঃ পূজার সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। তৎপরে কুশাসনের উপর অজিনাসন, এবং তদুপরি কম্বলাসন বিছাইবে, ও দেবতার দিকে সম্মুখ দিয়া শুদ্ধচিত্তে উপবেশন করিবে। যথা,—

চেলাজিন কুশৈঃ সম্যপাসনং পরিকল্পয়েৎ।
তত্রোপবিশ্য দেবস্য সম্মুখে শুদ্ধমানসঃ॥

পূর্ণকলস বামভাগে, ও পুষ্পাদি, অর্ঘ্যপাত্র,

মধুপর্কপাত্র এবং আচমনীয় পাত্র, এই পাত্র চতুষ্টয় দক্ষিণদিকে রাখিবে। যথা,—

কলসংস্থপুরে বামেক্ষিপেৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে।
অর্ঘ্যপাদ্যপ্রদানান্যং মধুপর্কার্থমেবচ।
তথৈবাচমনার্থং তু ন্যসেৎ পাত্রচতুষ্টয়ং॥

তৎপরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, প্রভৃতি যথাশক্তি উপচার দ্বারা দম্ভাদি শুন্য হইয়া পূজা করিবে। তারপর যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে প্রসাদিত পুষ্প স্বয়ং ভগবান অর্পণ করিতেছেন, এরূপ ভাবিয়া গ্রহণ করতঃ মস্তকে ধারণ করিবে। অনন্তর মনে মনে ভাবিবে, যেন ভগবানের চরণযুগল স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিয়াছ। তার পর, "হে ভগবান্, আমাকে ঘোর সংসার হইতে পবিত্র কর," এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে।

তদনন্তর আহারকালীন সমস্ত ভোজ্য ও পাণীয় দ্রব্য ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীকে উৎসর্গ করিয়া ভোজন ও পান করিবে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বপাক অন্ন ভোজনই প্রশস্ত। ইহার অভাবে স্বগোত্রের, তদভাবে স্বজাতির

এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের হস্তে ভোজন বিধেয়। ভোজনান্তে সাংসারিক কার্য্য করিবে। সন্ধ্যার সময় পুনরায় ইষ্টপূজা করিবে। সময় না থাকিলে কেবলমাত্র মানসিক পূজা করিবে। হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, আয়ের চতুর্থাংশ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করেন, এবং চতুর্থাংশ ভবিষ্যতের নিমিত্ত জমা করেন, ও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ দ্বারা আপনার ও আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইতি।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীঃ—

স্ত্রীর পত্র।

—০—

ভক্তি।

কলিকাতা।

৫ই শ্রাবণ ১২৮৭।

আর্য্যপুত্র,

তোমার পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, এবং ভবিষ্যতে আমি ইহার অনুযায়িক কার্য্য করিব।

এ সকল কার্য্যে অচলা ভক্তি থাকা আবশ্যক, ভক্তি না থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধিদায়ক হয় না। কারণ পার্ব্বতী কহিয়াছেন,—

ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষনায়,
নান্যত্ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।

ভক্তিই ভবমোচনের একমাত্র উপায়, তদপেক্ষা অন্য কোন সাধন নাই।

অতস্তদ্ভক্তিসম্পন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ।
তদ্ভক্ত্যমৃতহীনানং মোক্ষাংস্বপ্নেঽপি ন ভবেৎ॥

অতএব ভগবদ্ভক্ত দিগের নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইবে, আর ভক্তিশূন্য ব্যক্তিদিগের স্বপ্নেও মুক্তি হইবে না। এমন অমূল্যধন ভক্তি কিসে হয়, তাহাই দেখা যাউক। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন,—

সতাং সঙ্গতিরেবাত্রসাধনং প্রথমং স্মৃতং।

অর্থাৎ সৎসঙ্গই মদ্ভক্তির প্রথম উপায়।

দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদগুণেরনম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ॥

আমার কথা আলাপ দ্বিতীয় উপায়; আমার গুণকীর্ত্তন তৃতীয় উপায়; আমার চরিত্র প্রকাশক শাস্ত্রব্যাখ্যা চতুর্থ উপায়।

পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ।

পবিত্র স্বভাব, যম, আসন, প্রাণায়াম, নিয়ম প্রভৃতি পঞ্চম উপায়।

নিষ্ঠামৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে॥

প্রতিদিন আমার পূজনে তৎপরতা ষষ্ঠ উপায়; আমার মন্ত্রের উপাসনা সপ্তম উপায়।

মদ্ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদি সহিতং তথা।
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তিসাধনং যস্য কস্য বা॥

মদ্ভক্ত জনের পূজা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর জ্ঞান, বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, এবং বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ অষ্টম উপায়, ও ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ নবম উপায়। যে কোন ব্যক্তি এই নববিধ ভক্তি সাধন করিতে পারিলে ভগবানে প্রেমলক্ষণা ভক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্ত যদি কেবল জলদ্বারা পূজা করে, তাহাতেও ভগবানের প্রীতি হয়, এবং ভক্তি থাকিলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, কোন দ্রব্যেরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই দুরন্ত কলিকালে নানা কারণে দিন দিন লোকের মনে ভক্তির হ্রাস হইতেছে। সে যাহা হউক, তুমি পরপত্রে কলি-

যুগের ইতিহাস আমাকে লিখিবে, ইহা জানিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। ইতি।

তোমার সেবিকা।

শ্রীমতী—

স্বামীর পত্র।

—(*)—

কলিযুগের ইতিহাস।

এলাহাবাদ।

৫ই ভাদ্র—১২৮৭।

শ্রীমতি,

ভক্তিবিষয়ক তোমার পত্র পাইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা লিখিয়া আর কি জানাইব। এখন তোমার অনুরোধানুযায়িক কলিযুগের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি।—

উপক্রমণিকা।

সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, অধর্ম্ম বা পাতক নামক পুত্র এবং মিথ্যা নাম্নী কন্যা সৃষ্টি করেন।

পাতকের সহিত মিথ্যার বিবাহ হয়, এবং ইহাদিগের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে,—দম্ভ ও মায়া। এই দম্ভের ঔরসে মায়ার গর্ভে লোভ নামক পুত্র ও নিন্দানাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। লোভ নিজভগিণী নিন্দার গর্ভে ক্রোধ নামক পুত্র ও হিংসা নাম্নী দুহিতা উৎপাদন করে। ক্রোধের ঔরসে এবং হিংসার গর্ভে মাঘ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে কলির জন্ম হয়। কলির পরমায়ু ৪৩২০০০ চারি লক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর। এখন ইহারই রাজত্ব। ৪৯৮৭ চারি সহস্র নয়শত সাতাশি বৎসর গত হইয়াছে, এবং ৪২৭০১৩ চারি লক্ষ সপ্তবিংশতি সহস্র ত্রয়োদশ বর্ষ অবশিষ্ট আছে।

৭২০০০ বৎসর বয়সের সময় ইহার জীবনের সন্ধ্যাকাল। এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কলি ভয়ানক রূপ ধারণ করিবে, এবং ইহার প্রভাবে সমস্ত লোক পুন্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপাচারে রত হইবে। ব্রাহ্মণেরা স্বজাতিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রসেবায় রত হইবে, এবং অতি দীন, বেদহীন, ও নিস্তেজ হইয়া অসদুপায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচারতৎপর হইবে। ফলতঃ পুরুষমাত্রেই পশুবুদ্ধি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারে অক্ষম, পরদ্রব্যে অভিলাষী, ভয়বিহ্বল, পরস্ত্রীতে আসক্ত এবং পরহিংসা-পরায়ণ হইবে। নিজদেহকে সকলেই আত্মাজ্ঞান করিবে, এবং কেশ ও বেশবিন্যাসে সমধিক তৎপরতা দেখাইবে। জনকজননীকে কেহই ভক্তি করিবে না, কিন্তু স্ত্রীই সকল পুরুষের ইষ্টদেবী, এবং শ্যালকই প্রধান বন্ধু হইবে। সন্ন্যাসীগণ গৃহস্থের ন্যায় ব্যবহার করিবে, এবং গুরুনিন্দক, বঞ্চক, প্রতারক, প্রতিগ্রহকারী, এবং পরস্বাপহারক হইবে।

এই কালে শাস্ত্রবিহিত বিবাহ হইবে না। স্ত্রী ও পুরুষের স্বীকারই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইবে। স্ত্রীজাতি স্বামীর, শ্বশুরের, শ্বশ্রূর, ও অন্যান্য স্বামী পরিবারের অনিষ্টকারিণী, সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাচারিণী ও বিলাস পরায়ণা হইবে। সতীত্ব পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। স্ত্রীমাত্রেই কামাতুরা হইয়া যদিচ্ছা বিহার করিবে, সুতরাং কোন স্ত্রীই বিধবা হইবে না। কোন পুরুষই চিরকৌমার ব্রতাবলম্বন করিবে না, এবং কোন

নারীই চিরকুমারী থাকিবে না। মানবগণের পরমায়ু ষোড়শ বৎসর হইবে।

কলির সন্ধ্যার পর প্রথম ৯০০০০ নবতি সহস্র বৎসরে উপরোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইবে। তৎ-পরে নবতিসহস্র বৎসরে ভগবানের নাম পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইবে; ভুলক্রমেও কেহ ঈশ্ব-রের নাম গ্রহণ করিবে না। তৃতীয় নবতি সহস্র বৎসরে জাতিবিচার ও অন্নবিচার একেবারে উঠিয়া যাইবে। তদনন্তর নবতিসহস্র বৎসরে সমগ্র ভূমণ্ডলে কেবলমাত্র একজাতি বিরাজমান হইবে, এবং সংস্কৃত ভাষা ও প্রণবাদি শব্দ কেহই উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে না। যাগ, যজ্ঞ, সমস্তই পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইবে, এবং অধর্ম্মের ভারবহন পৃথিবীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। মেদিনী অল্পশস্য প্রদান করিবে, এবং মেঘ সময়ে বারিবর্ষণ করিবে না। এইরূপে ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইলে, দেবগণ নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইবেন।

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ অনন্যগতি হইয়া ভগবান হরির শরণাপন্ন হইবেন। নারায়ণ তাহাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিবেন, "শম্ভল নগরে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতি নাম্নী অষ্টমবর্ষীয়া অবিবাহিতা বালিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতঃ কলিযুগ ধ্বংস করিয়া পুনরায় সত্যযুগ সংস্থাপন করিব। লক্ষ্মী সিংহলদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মা নামে অভিহিতা হইবেন, এবং সরস্বতী মহাত্মা শশিধ্বজের গৃহে রমা নামে অবতীর্ণা হইবেন।" এইরূপে দেবগণকে বর প্রদান করিয়া ভগবান বিষ্ণু পৃথিবী-তলে দশম বার অবতীর্ণ হইবেন।

অনন্তন চিরজীবী মহাত্মা পরশুরাম কল্কি অবতারের বিষয় যোগবলে জানিতে পারিয়া, স্বয়ং তাঁহার নিকট আগমন করতঃ নানাবিধ স্তব স্তুতি করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিখাইবেন। তৎপরে ভগবান কল্কি, দেবাদিদেব মহাদেবের আরা-

ধনা করতঃ তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া গরুড়ের অংশসম্ভূত কামচারী অশ্ব ও সর্ব্বজ্ঞ শুকপক্ষী প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু মহাদেব নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া—"তুমি অচিরাৎ কলির ধ্বংশসাধন ও সত্য যুগ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে," এরূপ বর প্রদান করিবেন। শম্ভলাধিপতি বিশাখযুপ ভগবানের জন্ম গ্রহনের পরই একান্ত হরিভক্তি-পরায়ন হইয়া উঠিবেন, এবং সেই সময় হইতে সাধারণ মানবগণের মনও ধর্ম্মের দিকে ধাবমান হইতে আরম্ভ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—(*)—

এ দিকে সিংহল দেশে রাজগৃহে লক্ষ্মী অবতীর্ণা হইবেন, এবং পিতা মাতা তাঁহার নাম পদ্মা রাখিবেন। পদ্মা ভগবানের আরাধনা করিবেন। শঙ্কর নিতান্ত প্রীত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওতঃ, "ভগবান বিষ্ণু তোমার পাণিগ্রহন করিবেন, এবং হরি

ভিন্ন যে পুরুষ তোমাকে স্ত্রীভাবে দর্শন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলক্ষণাপন্ন হইবে,” এরূপ বর প্রদান করিবেন। পদ্মা বয়স্থা হইলে সিংহল-রাজ তাঁহার সয়ম্বরোপলক্ষে পৃথিবীস্থ তাবদীয় রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন। অসামান্যা রূপ-লাবণ্যবতী পদ্মা দেবী সভাস্থলে আনিতা হইলে, মহাদেবের বরপ্রভাবে তাঁহাকে দর্শন মাত্রই সভাস্থ যাবদীয় পুরুষমণ্ডল রমণী ভাব ধারণ করিয়া সখির ন্যায় পদ্মার অনুগমন করিবেন, এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণু পূজায় রত হইবেন। ভগবান কল্কি শুকমুখে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিবেন। শুক পদ্মার নিকট আগমন করিয়া বিষ্ণু-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন। পরে সেই সর্ব্বজ্ঞ পক্ষী কল্কি সকাশে প্রত্যাগত হইলে, ভগবান কল্কি মহাদেব প্রদত্ত অশ্বে আরোহন করিয়া সিংহলে গমন করিবেন।

পদ্মা সখীগণের সহিত সরোবরে জলক্রিড়ায় রত থাকিবেন, এমন সমন ভগবান্ কল্কি তথায় উপস্থিত হুইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহনের প্রস্তাব করিবেন। পদ্মা নিতান্ত লজ্জিতা হইবেন,

কিন্তু তাঁহাকে বিষ্ণু জানিয়া তৎপ্রস্তাবে সম্মতা হইয়া সখীর দ্বারা পিতাকে সংবাদ দিবেন। সিংহলরাজ তৎক্ষণাৎ সরোবর তীরে গমন করিয়া, ভগবান কল্কিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন। স্ত্রীরূপধারী নৃপতিগণ কল্কির প্রভাবে পুনরায় পুরুষ ভাবাপন্ন হইবেন।

অনন্তর ভগবান কল্কি শ্বশুর ও শ্বশ্রুর নিকট বিদায় গ্রহন করিয়া পদ্মার সহিত শম্ভলে প্রত্যাগত হইবেন। তাঁহাদিগের আগমনের পূর্ব্বেই ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা শম্ভল নগরে সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ সুশোভন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মান করিবেন; কল্কি তথায় অবস্থান করিয়া বিষ্ণুযশাকে সম্ভল সিংহাসনে অধিরোহন করাইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণুযশা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান কল্কি দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইবেন। ভগবান সর্ব্ব প্রথমে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়া

তাহাদিগের নৃপতি জিন ও তদীয় ভ্রাতা শুদ্ধোদনকে নিধন করিবেন। তার পর কল্কি যাবতীয় ধর্ম্মভ্রষ্টদিগকে বধ করিবেন। এতৎ দর্শনে স্ত্রীগণ স্বামী ও অপরাপর আত্মীয়ের বিনাশে নিতান্ত কোপ-পরতন্ত্রা হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গতা হইবে। স্ত্রীবধে ভগবানের অনিচ্ছা হওয়ায় নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে তাহাদিগকে সান্তনা করিবেন, কিন্তু কামিনীগণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। তখন দৈবপ্রভাবে তাহাদিগের হস্ত স্তম্ভিত ও অস্ত্র নিক্ষেপণে অক্ষম হইলে, রমণীগণ অনন্যোপায় হইয়া কল্কির শরণাগত হইবে, এবং ভগবানও তাহাদিগকে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ শিক্ষা প্রদান করিয়া মুক্ত করিবেন।

তথা হইতে ভগবান চক্রতীর্থে গমন করিবেন। সেই সময় কুম্ভকর্ণের পৌত্রী কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসীর উৎপাতে মুনিগণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কল্কির শরণ লইবেন, এবং ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই নিশাচরীকে নিধন করিবার উদ্দেশে গমন করিবেন। রাক্ষসী তখন স্বীয় পুত্র বিকঞ্জকে এক স্তনে দুগ্ধপান করাইবে, এবং অপর স্তনের দুগ্ধে এক মহতী নদী প্রবাহিতা হইবে।

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইলে, ভগবান কল্কি কালবিলম্ব না করিয়া সেই নিশাচরীর নিকট গমন করিবেন, এবং সশস্ত্রে ও সসৈন্যে প্রশ্বাস বায়ুর সহিত তাহার দেহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ রাক্ষসীর উদর ছিন্নভিন্ন করিয়া পুনরায় বহির্গত হইবেন। নিশাচরী এই রূপে নিহত হইলে, তাহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র বিকঞ্জ মাতৃবধ দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কল্কিসৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে থাকিবে; কিন্তু অত্যল্পক্ষণ মধ্যে পরশু-রাম প্রদত্ত ব্রাহ্ম অস্ত্রে ভগবান কল্কি তাহার বিনাশ সাধন করিবেন। এই সময়ে তপোনিরত সূর্য্যবংশোদ্ভূত মহারাজা মরু ও পরমধার্ম্মিক চন্দ্রবংশসম্ভূত নৃপতি দেবাপি ভগবানের শরণা-গত হইবেন। সত্যযুগ ভিক্ষুকবেশে এবং ধর্ম্ম দ্বিজরূপে তথায় উপস্থিত হইলে, ভগবান কল্কি তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই দেখ, মরু ও দেবাপি, ইহারাই এখন সসা-গরা পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। অবশিষ্ট অধার্ম্মিকগণকে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় সত্যযুগ ও ধর্ম্মকে ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করতঃ আমি বৈকুণ্ঠে গমন করিব।"

এদিকে কলি এই সকল বিবরণ জানিতে পারিয়া গর্দ্দভে আরোহণ পূর্ব্বক অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবে। ভগবানের আদেশক্রমে সত্য ও ধর্ম্ম তাহার সহিত প্রতিযুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিবেন। অতি লোমহর্ষণ যুদ্ধের পর কলি পরাস্ত হইয়া গর্দ্দভ বাহন পরিত্যাগ করতঃ রুধিরাক্ত কলেবরে পলায়ন করিবে। কোক ও বিকোক নামক মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় কলির পক্ষ সমর্থন করিয়া ভগবান কল্কির সহিত নিদারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, এবং নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা ভগবানকে আহত করিবে। তখন কল্কি কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহার দ্বারা উভয়ের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন, এবং মহারাজ মেরু ও দেবাপি অবশিষ্ট অধার্ম্মিকগণের বিনাশ সাধন করিবেন। অনন্তর পরম বৈষ্ণব মহাত্মা শশিধ্বজের সহিত কল্কির ঘোরতর যুদ্ধ হইবে, এবং সেই যুদ্ধে ভক্তের নিকট পরাজিত হইয়া ভগবান ভক্তভবনে পদার্পণ করিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে দেবী সরস্বতী শশিধ্বজের গৃহে তাহার কন্যা রমা নামে অবতীর্ণা হইবেন;

এক্ষণে শশিধ্বজ মহাসমাদরে স্বীয় কন্যা কল্কিকে সম্প্রদান করিবেন। এই সময়ে ধর্ম্ম সম্যকরূপে প্রবল হইবে, এবং পুনরায় সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপসংহার।

তদনন্তর ভগবান কল্কি মরু ও দেবাপিকে সমগ্র ভূমণ্ডলের শাসন ভারার্পন করিয়া পত্নী-দ্বয়ের সহিত হিমালয় শিখরে জাহ্নবীতটে গমন করিবেন। তথা হইতে কল্কি চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্দ্দ-ধারী রূপ ধারণ করতঃ গোলকধামে গমন করিবেন। পদ্মা ও রমা তদ্দর্শনে অনলে প্রাণত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সহিত মিলিতা হইবেন। বিষ্ণুযশা ও কল্কিমাতা সুমতি যোগবলে প্রাণত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসকাশে গমন করিবেন।

ভবিষ্য পুরাণে মহর্ষি বেদব্যাস যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই ইতি-হাস তোমার জন্য অতি সংক্ষেপে লিখিলাম। ইতি

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীঃ—

স্বামীর পত্র।

কালিকাচরিত।

এলাহাবাদ।

২রা বৈশাখ, ১২৮৯।

শ্রীমতী,

এই দেখ, দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাল অতীত হইল, আর এক বৎসর কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে; ইহাও অতিশীঘ্র অতিবাহিত হইবে। সমস্ত কার্য্যই মহামায়ার প্রভাবে হয় জানিবে, মনুষ্য কেবল উপলক্ষ মাত্র। সেই মহামায়ার প্রভাবে ভগবান নারায়ণ ক্ষিরোদ সমুদ্রে শয়ান থাকেন, এবং সেই মহামায়া দেবী ভগবতীর প্রভাবেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। তিনি অনন্তরূপিণী, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ কেহ নির্ণয় করিতে পারে না; তাঁহার জন্ম নাই, অথচ তিনি অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা কালী, দুর্গা প্রভৃতি অসংখ্য নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়া থাকেন। সেই মহামায়ার লীলা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি, বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে।

প্রথম অধ্যায়।

——০০——

যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় নাই, যখন কেবলমাত্র শূন্য ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তখন সেই আদ্যাশক্তির ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিবার অভিলাষ হয়, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মানস পুত্রত্রয় সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু মহামায়া প্রভাবে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলে, তাঁহার নাভিদেশ হইতে এক কমল উৎপন্ন হয়, এবং ব্রহ্মা সেই কমলোপরি শয়ান থাকেন। এদিকে শিব অতি কঠোর তপে ভগবতীকে সন্তুষ্ট করিয়া মহামায়াকে ভার্য্যা রূপে প্রাপ্ত হয়েন। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মহামায়ার প্রভাবে মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইয়া নারায়ণের নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে হনন করিবার উদ্দেশে ধাবমান হয়। তখন ব্রহ্মা কায়মনোবাক্যে বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর স্তব করেন। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী ভগবতী স্বীয় মায়া দ্বারা নারায়ণকে প্রবুদ্ধ করেন। তখন ভগবান হরি পঞ্চ সহস্র বৎসর সেই অসুরদ্বয়ের সহিত ঘোর-

তর যুদ্ধ করেন; পরিশেষে দুষ্ট মধু ও কৈটভ মহামায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইলে নারায়ণ চক্রের দ্বারা তাহাদের উভয়ের মস্তক চ্ছেদন করেন। তখন ভগবতী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে কহিলেন, "এই দৈত্যদ্বয়ের মেদে মেদিনী সৃজিত হউক। আমার আদেশে ব্রহ্মা ত্রিলোক সৃষ্টি করুন, বিষ্ণু পালন করুন, এবং শিব সংহার করুন।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হয়েন।

অনন্তর ব্রহ্মা কিরূপে জগতজননীর আদেশ পালন করিব, ইহা ভাবিয়া নিতান্ত অস্থির হইলে, মহাদেব তাঁহাকে মহামায়ার পূজা করিতে পরামর্শ দেন। ইহাই প্রথম দুর্গোৎসব। শিব তন্ত্রধারক, এবং ব্রহ্মা পূজক হয়েন। বলি ভিন্ন দেবী পূজা সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু তখনও জীব জন্তুর সৃষ্টি হয় নাই, ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মা তিন দিনে আপনার তিনটী মস্তক বলিদান স্বরূপ প্রদান করেন। চতুর্থ দিবশে দেবী "তোমার অভিষ্ট সিদ্ধি হউক," এরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর দক্ষ নামে ব্রহ্মার মানস পুত্র উৎপন্ন হইল, এবং সেই দক্ষ হইতে ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় জীব জন্তু জন্ম গ্রহণ করিল। আবার

ভগবতীও দক্ষের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক শিবকে বিবাহ করিলেন।

এক দিন দেবসভামধ্যে প্রজাপতি দক্ষ আগমন করিলে, দেবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব নিজ আশন পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাতে দক্ষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং শিব দুর্গা ভিন্ন আর সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শিবকে বিশেষরূপে অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষ এরূপ করিয়াছিল। নারদের মুখে ভগবতী এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দক্ষকে বিশেষ শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্তই বিনা-নিমন্ত্রণে তথায় যাইতে চাহিলেন; কিন্তু মহাদেব কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তখন মহাদেবকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত দেবী প্রথমতঃ কালী, পরে তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী, ও কমলাত্মিকা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহাদেব এই দশ মহা-বিদ্যারূপ দর্শনে ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভগবতীকে পিতৃভবনে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করি-

লেন। দেবী কালী-মূর্ত্তিতে বৃষোপরি আরোহন করিয়া নন্দী সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে গমন করিলেন। দক্ষ মহাদেবীকে দেখিবামাত্র একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং নানাবিধ অকথ্য কথায় শিবনিন্দা করিতে লাগিল। দেবী পতিনিন্দা শ্রবণে নিতান্ত কুপিতা হইয়া, "পিতঃ, তোমার ছাগমুণ্ড হইবে" এরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন। পরে ত্রিজগতকে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ তনুত্যাগ করিলেন। এইরূপে ভগবতী কালিকা দেবী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিলে, নন্দী কৈলাসে আসিয়া আদ্যোপান্ত মহাদেবের নিকট কীর্ত্তন করিল। তখন মহাদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস ও দক্ষকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দক্ষপত্নীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রাণদান করতঃ ছাগমুণ্ডের বিধান করিয়া, দেবীদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া ক্ষিপ্তবৎ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে নারায়ণ চক্রের দ্বারা দেবীদেহ ছিন্নভিন্ন করিলে, ৫১ স্থানে তাহা পতিত হইয়াছিল, উহা ৫১ পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ; আর দেবীর বসন ভূষণ ইত্যাদি ২৬ স্থানে পতিত হয়,

উহা ২৬ উপপীঠ বলিয়া পরিগণিত। এসকল স্থান মহাতীর্থ;এখানে দর্শণ ও দান ধ্যান করিলে মুক্তিলাভ হয়। দেবীদেহ ছিন্ন হইলে মহাদেব যোগে মনোনিবেশ করেন, এবং তাঁহার যোগ-ভঙ্গ করিতে গিয়া মদন ভষ্ম হয়।

এ দিকে ভগবতী হিমালয়গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং অষ্টম বর্ষ বয়সে শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এবং গজানন ও ষড়ানন নামে দুই পুত্র জন্মে। বিবাহের এক বৎসর হিমালয় শিবদুর্গাকে স্বভবনে লইয়া গিয়া সভক্তিতে বাসন্তী সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে পূজা করেন। ইহাই দ্বিতীয়বার দুর্গোৎসব। তৎপরে প্রতি বৎসর গিরিরাজ জগত্তারিণীকে স্বভবনে লইয়া গিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তদনন্তর দেবগণের সহিত মহিষাসুরের এক শত বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে

দেবসৈন্য পরাজিত হইলে, মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রের সিংহাসনাধিরোহন করিল। অনন্তর দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে অগ্রে করিয়া বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করিলেন। তখন মহামায়ার প্রভাবে সমস্ত দেবগণের শরীর হইতে মহাতেজ নির্গত হইল, এবং সেই তেজোমধ্যে স্বয়ং ভগবতী আবির্ভূতা হইলেন। তখন দেবগণ কর্ত্তৃক ভূষিতা, পূজিতা ও সম্মানিতা হইয়া দেবী উচ্চহাস্য করিলেন, এবং সেই শব্দে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। এদিকে প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুর সেই শব্দ শ্রবণ করতঃ নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সসৈন্যে ধাবমান হওতঃ দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু অত্যল্পক্ষণ মধ্যে দেবী কর্ত্তৃক তাহার সর্ব্বসৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

সৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া মহিষাসুর নিতান্ত ক্রোধ পরতন্ত্র হওতঃ দেবীর প্রতি ধাবমান হইল, এবং অযচ্ছল শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দেবী তাহার শরজাল ব্যর্থ করতঃ চক্ষুর নিমিষে তাহার রথচক্র ও ধনু ছেদন করিয়া সারথিকে বিনাশ

করিলেন। তখন সেই দুর্দ্দান্ত অসুর নির্ভীক-চিত্তে অসি-চর্ম্ম ধারণকরতঃ দেবীর সম্মুখে ধাবমান হইল, এবং খড়্গ ও চর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইলে, শূল ও শক্তি দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। এই অস্ত্রদ্বয় দেবীকর্ত্তৃক ভগ্ন হইলে মহিষাসুর অনন্যোপায় হইয়া ঘোরতর মায়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মহামায়ার নিকট আসুরিক মায়া কি করিবে? দেহ হইতে অপর এক অসুর অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অচিরাৎ সে অসুরও দেবী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, অবশিষ্ট দৈত্যগণ হাহাকার করতঃ চতুর্দ্দিকে পলায়ন পর হইল।

অনন্তর দেবগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দেবীকে পূজা করতঃ নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী কহিলেন, "দেবগণ, বর প্রার্থনা কর।" দেবগণ বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাদেবি, আপনি যখন আমাদের পরম শত্রু মহিষাসুরকে নিপাত করিয়াছেন, তখন আর অনুগ্রহের অবশিষ্ট কি আছে? তবে আমরা যে আপনার পূজা করিলাম, ইহা যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করিবে, সে যেন

হইলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে অসুর সৈন্য ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে রক্তবীজ নিতান্ত কোপ-পরতন্ত্র হইয়া মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণী মন্ত্রপুরিত জলদ্বারা, বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা, মহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা ও অন্যান্য মাতৃগণ আপন আপন অস্ত্রদ্বারা রক্তবীজের শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু যত বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হইল, তত সংখ্যক রক্তবীজ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইয়া মাতৃগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন দেবী অসিদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কালী-মূর্ত্তিতে বদন বিস্তার করিয়া রহিলেন। এবং সমস্ত রক্ত পান করিয়া ফেলিলেন, এক বিন্দুও মৃত্তিকাস্পর্শ করিতে পাইল না।

এইরূপে রক্তবীজ নিহত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হওতঃ স্ববলে পরিবৃত হইয়া দেবী-সকাশে আগমন করিল, এবং দেবীকে হনন করিবার নিমিত্ত মাতৃগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবী চণ্ডিকা তাহাদিগের শরজাল নিবারণ করিয়া নিজ অস্ত্র-দ্বারা অসুররাজদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন। নিশুম্ভ

শাণিত খড়্গ ও অতি নির্ম্মল চর্ম্ম গ্রহন করিয়া দেবীর বাহন সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া খুরপ্রেণ অসিদ্বারা নিশুম্ভের খড়্গ-চর্ম্ম ছেদন করিলেন। তখন নিদারুণ নিশুম্ভ সাতিশয় কোপপরতন্ত্র হইয়া দেবীর প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল, এবং ভগবতীও চক্রদ্বারা সেই শক্তি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। শক্তি ব্যর্থ হওয়ায় নিতান্ত ভয়ানক গদা ক্ষেপন করিল, এবং দেবীও ত্রিশুল-দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। অনন্তর দৈত্য-পুঙ্গব পরশু হস্তে দেবীর প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু দেবী-নিক্ষিপ্ত শরসমূহে আহত হওতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভীমবিক্রম নিশুম্ভকে ভূপৃষ্ঠে শায়িত দেখিয়া তদীয় ভ্রাতা শুম্ভ অতীব সংক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকারে বধ করিবার উদ্দেশে ধাবমান হইল। দেবী সর্ব্বদৈত্যের তেজ নাশ করিবার জন্য ভয়ানক শব্দে শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজাইলেন, এবং দুঃসহ ধনুকে জ্যা রোপন করিলেন। দেবী-বাহন সিংহও মহানাদে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অনন্তর কালী গগণে উত্থিত হইয়া করের দ্বারা এরূপ ঘোরতর শব্দ

ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হয়।” দেবী ভদ্রকালী “তাহাই হউক” বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

মহিষাসুর বধের কিছু দিন পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক ভ্রাতাদ্বয় যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল, ও সেই দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়ের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত হইতে লাগিল। তখন দেবগণ সমবেত হইয়া বিধিমতে কালিকা দেবীর পূজা করিলে, দেবী তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া অসামান্যা রূপলাবণ্যাবতী রমণীমূর্ত্তি ধারণ করতঃ স্নান করিবার ছলে হিমালয় শিখরে জাহ্নবী-তীরে গমন করিলেন। এদিকে দৈত্যরাজ শুম্ভ ভৃত্যমুখে সেই রূপবতীর আগমন শুনিতে পাইয়া, সুগ্রীব নামক দূত তৎসকাশে প্রেরণ করিলেন। আজ্ঞামাত্র সুগ্রীব দেবীর নিকট আগমন করিয়া শুম্ভের আদেশ কীর্ত্তন করিলে, দেবী গম্ভীর ভাবে কহিলেন, “যাও, দৈত্য-রাজকে বলগে, যে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই স্বামীত্বে বরণ করিব।” দূত তৎক্ষণাৎ শুম্ভের নিকট প্রত্যা-গমন করতঃ যথাযথ বর্ণন করিল।

দূতমুখে রমণীর এরূপ স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আদেশ করিল, "যদি নরম কথায় আসে ভালই, নচেৎ তাহার কেশাকর্ষন করিয়া লইয়া আসিবে।" তখন বহুসৈন্য পরিবৃত হইয়া ধূম্রলোচন যুদ্ধার্থে গমন করিল, কিন্তু দেবীর হুহুঙ্কার শব্দে ভস্মীভূত হইয়া গেল। তৎপরে চণ্ড ও মুণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিল, কিন্তু দেবী কালী-মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে বধ করিয়া চণ্ডী ও চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হইলেন। তখন স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। বীরপ্রবর মহাসুর রক্তবীজ সর্ব্বসৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। এই বিপুল সেনা দর্শনে দেবী আপনার দেহ হইতে দেবশক্তিগণকে সৃষ্টি করিলেন। হংসযুক্ত বিমানে কমণ্ডলু হস্তে ব্রহ্মাণী, গরুড়োপরি আসীনা বৈষ্ণবী চক্র হস্তে, বৃষোপরি মহেশ্বরী ত্রিশূল হস্তে, গজোপরি ইন্দ্রাণী বজ্র হস্তে, ময়ূরোপরি কৌমারী শক্তি হস্তে, ও অন্যান্য দেবশক্তিগণ স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অসুরগণের সহিত মহা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত

করিয়া পৃথিবী তাড়না করিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শঙ্খ ও ঘণ্টা নিনাদ ও সিংহনাদ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। শিবদূতী (শিবা) গণের অট্ট অট্ট হাস্যে গগণ পূরিত হইল। এই সকল শব্দ শ্রবণ করিয়া শুম্ভ নিতান্ত অমর্ষপরবশ হইয়া দেবীকে ভৎ‌র্সনা করতঃ সিংহনাদে ত্রিভুবন কম্পিত করিল, এবং দেবীর প্রতি শত শহস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দেবী তাহার সমস্ত বান ব্যর্থ করিয়া তৎপ্রতি শূল নিক্ষেপ করিলেন, এবং সেই শূলাঘাতে দৈত্যরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে নিশুম্ভ চৈতন্য লাভ করিয়া কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক কালী ও কেশরীকে শরাঘাত করিল, এবং চক্র ও আয়ূধ চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল। দূর্গতিনাশিনী দূর্গা ইহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বানদ্বারা দিতিজের সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নিশুম্ভ দৈত্যসেনা সমাবৃত্ত হইয়া গদা-হস্তে দেবীর প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু গদাও তৎক্ষণাৎ দেবীকর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ড হইল। তখন্ নিশুম্ভ দেবীর প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল, এবং চণ্ডিকাও অতি শিঘ্র খড়্গদ্বারা শূল ছেদন করিয়া

ফেলিলেন। অনন্তর দেবী ত্রিশূল দ্বারা নিশুম্ভের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে নিশুম্ভ হত হইল বটে, কিন্তু তাহার দেহ হইতে অপর এক দৈত্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ দেবীর প্রতি ধাবমান হইল, এবং দেবীও খড়্গ-দ্বারা অচিরাৎ তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। অনন্তর মাতৃগণ অসুর সৈন্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। কোন কোন মহাসুরকে কৌমারী শক্তিদ্বারা বিনাশ করিলেন, কেহবা ব্রহ্মাণী কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত জলদ্বারা নিরাকৃত হইল, এবং কাহাকেও বা বারাহী তুণ্ডাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহেশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে, বৈষ্ণবী চক্র প্রহারে, এবং ঐন্দ্রী বজ্রাঘাতে অসংখ্য দানবগণকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে দৈত্যসেনা বিনাশ প্রাপ্ত হইল। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও শিবদূতীগণ মৃগাধিপ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল।

এই রূপে সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট এবং প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হইলে, শুম্ভ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে ভর্ৎসনা করতঃ কহিল, "অন্যের বল আশ্রয় করিয়া তুমি সংগ্রাম করিতেছ, অতএব

ইহাতে তোমার গর্ব্বের কারণ কিছুই নাই।” “এই জগতে আমিই সর্ব্বস্ব, আমিই এক, আমার দ্বিতীয় নাই,” দেবী এই কথা বলিবামাত্র সমস্ত মাতৃগণ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং পূর্ব্বমত ভগবতী একাকী সমরমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবীর সহিত শুম্ভ সর্ব্ব দেবাসুরগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং অত্যন্ত লঘুহস্ত হইয়া অসংখ্য শর, শাণিত শস্ত্র, খড়্গ ও শক্তি প্রভৃতি সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর অস্ত্রনিচয় দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবীও আগ্নেয়াদি দিব্যাস্ত্র দ্বারা শুম্ভের সেই সকল অস্ত্র নিবারণ করিলে, শুম্ভও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র দেবীর প্রতি ক্ষেপণ করিল, এবং পরমেশ্বরীও বিনাকষ্টে তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। অনন্তর অসুররাজ একশত শর দ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিল; এতদ্দর্শনে কালী নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া অসুররাজের ধনু ছেদন করিলেন। ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্যেন্দ্র শক্তি গ্রহণ করিবামাত্র দেবী চক্রদ্বারা তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দৈত্যাধিপতি শতচন্দ্র তুল্য কিরণশালী খড়্গ ছেদন করিয়া বানদ্বারা,তাহার ধনু, রথ, অশ্ব ও সারথি

নষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে শুম্ভ দেবীকে বধ করিবার উদ্দেশে মুদ্গর ধারণ করিল, কিন্তু শাণিত শরদ্বারা দেবী তাহাও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন শুম্ভ নিদারুন বেগে দেবীকে মুষ্টি প্রহার করিল, এবং দেবীও তাহাকে তলদ্বারা আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে শুম্ভ ভূমিতলে পতিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থান করতঃ দেবীকে গ্রহন পূর্ব্বক শূন্যমার্গে গমন করিল, এবং তথায় উভয়ে সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারক অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর দেবী চণ্ডী শুম্ভকে আকাশমার্গে ঘুরাইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। শুম্ভও ধরণীতলে পতিত হইবামাত্র গাত্রোত্থান করতঃ মুষ্টিদ্বারা চণ্ডিকাকে নিধন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল, কিন্তু দেবী শূল দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন,এবং শুম্ভ গতায়ু হইয়া ভূমিতলে পতিত হওয়ায় সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বিকম্পিত হইতে লাগিল। সেই দুরাত্মার মৃত্যুতে আকাশ নির্ম্মল ও জগত প্রসন্ন হইল। গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। দেবগণ বিধিমত দেবীর পূজা করতঃ নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

—(*)—

তদনন্তর দেবী সপ্তম মন্বান্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে নন্দগোপগৃহে জন্মগ্রহন করতঃ বিন্ধ্যাচল নিবাসিনীরূপে দেবশত্রু দিগকে বিনাশ করিলেন। পুনর্ব্বার অতি রৌদ্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া উগ্র মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিয়া, অসুরদিগের রক্তে দেবীর দন্ত দাড়িমী-কুসুমসম হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতেই স্বর্গে দেবগণ ও মর্ত্যে মানবগণ রক্তদন্তিকারূপে দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। তার পর শত বর্ষ অনাবৃষ্টি হইলে, দেবী অকস্মাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলেন, এবং সেই সময় হইতে তাঁহার নাম শতাক্ষী হইল। দেবী নিজ দেহ হইতে বৃষ্টিধারা বাহির করিয়া জগত সুশীতল করতঃ শাকম্বরী নাম ধারণ করিলেন। পরে দুর্গাসুরকে বধ করিয়া দুর্গানামে অভিহিতা হইলেন। পুনর্ব্বার ভীমারূপেতে হিমাচলে মুনিগণকে রক্ষা

করিলেন। পরে ত্রৈলোক্যে পীড়ার সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইলে, দেবী ভ্রামরী রূপে তাহা নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারিণী ভগবতী কালী, নানা সময়ে নানা অত্যাচার হইতে দেব ও মানবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে সুরথ নামক অতি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গহন কানন মধ্যে আগমন করতঃ দেবীর আরাধনা করিয়া স্বরাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। সমাধি নামক বৈশ্যকে অসাধু-ধনলোভে দারাপুত্র পরিত্যাগ করিলে, তিনি বিপিন মধ্যে দেবীর আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করেন। লঙ্কাধিপতি দশাননও দেবীর বরে ত্রিভুবন পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র অকালে শরতে বোধন করিয়া দেবীপূজা করেন, এবং দেবীর বরপ্রভাবে প্রচণ্ড রিপু দশাননকে বধ করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি অহঃরহ কালীনাম পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, এবং

প্রিয়বিয়োগজনিত শোক হইতে পরিত্রাণ পায়; শত্রু, দস্যু অথবা রাজভয় এবং দারিদ্র্য কষ্ট থাকে না, এবং কদাচ অস্ত্র, অগ্নি ও জলদ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সম্ভবে না। একবার অন্তরের সহিত কালী নাম উচ্চারণ করিলে, সমস্ত আধ্যাত্মিক পীড়ার শান্তি হয়। এক কথায় বলি, একবার ভক্তির সহিত কালীনাম উচ্চারণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপ নষ্ঠ হয়, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।

কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ নাই, কিন্তু শরৎ-কালে দুর্গোৎসব করিয়া দেবী-মাহাত্ম পাঠ করিলে শত অশ্বমেধের ফল হয়, কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথীতে শ্যামা পূজা করিয়া দুই লক্ষ বীজমন্ত্র জপ, এবং তাহার দশাংশ হোম করিলে সাধক যখন ইচ্ছা, সেই জগৎ-জননীকে দেখিতে পায়। শরৎকালে দেবীপক্ষে চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত তারা বা নীল-সরস্বতীর পূজা করিয়া, প্রত্যহ অষ্টোত্তর সহস্র জপ ও তাহার দশাংশ হোম করিলে তারামন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া যায়।

নানা তন্ত্র ও পুরাণ অবলম্বন করিয়া এই কালিকাচরিত লিখিলাম। ভরসা করি, ইহা পাঠ করিয়া জগত্তারিণী কালীর চরণে তোমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীঃ—

স্বামীর পত্র।

—০—

লজ্জা।

এলাহাবাদ।

৮ই বৈশাখ। ১২৯০।

শ্রীমতি,

এই দেখ, তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইল; আমি অতি শীঘ্র তোমাকে আনিবার নিমিত্ত তোমাদের বাটীতে যাইব। আজ স্ত্রী-জাতির লজ্জা সমন্ধে দুই এক কথা লিখিতেছি। স্বামীকে দেখিয়া এক গলা ঘোম্‌টা দিলে, বা

পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির সম্মুখে স্বামীর নিকট না আসিলে, অথবা জন সমক্ষে পতির সহিত বাক্যালাপ না করিলে, কিম্বা কাহারও সাক্ষ্যাতে স্বামীর প্রয়োজনীয় কার্য্য না করিলে, যে লজ্জা করা হয়, এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাহা বলিয়া গৃহলক্ষ্মীকে ঘোম্‌টাওয়ালী করা আমার উদ্দেশ্য নহে। গুরুজনসমক্ষে কোনরূপ বেয়াদবি, অথবা হাস্য পরিহাস করা একান্ত অন্যায়। তুমি জান, প্রকৃত লজ্জা মনে। যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহাতে লজ্জা করা উচিত। আধুনিক বঙ্গমহিলাগণ অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে যেরূপ পীড়ন করেন, তাহা অতীব গর্হিত, এবং এই কার্য্যে লজ্জা করা পত্নীঠাকুরাণীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনে অপরাঙ্মুখতার বিষয়ে, বিশেষ লজ্জা বিধেয়। যাহাতে স্বামীর মনে ক্লেশ হয়, এরূপ কার্য্যে লজ্জা অত্যাবশ্যক। এক কথায় বলি, যে গুণ স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ বা পতির অশুভানুষ্ঠান করিতে বাধা দেয়, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে লজ্জা বলে। লজ্জা স্ত্রী-লোকের ভূষণ,

ভরসা করি, তুমি যথার্থরূপে লজ্জাবতী বঙ্গ নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীঃ—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তন্ত্র।

স্বামী। কেমন আছ; কথা কহিতেছ না কেন?

স্ত্রী। ভাল আছি, অনেক দিন পরে দেখা সাক্ষাৎ হইলে নিরতিশয় আনন্দ প্রযুক্ত মুখ যেন বন্ধ হইয়া আসে। আমি চিঠি পত্র যাহা লিখিয়াছিলাম, সব পাইয়াছ ত? কিছু অন্যায় লিখি নাই ত?

স্বামী। সব পাইয়াছি; তোমার ন্যায় সতী সাধ্বী কখন কি অন্যায় লিখিতে পারে?

স্ত্রী। সে যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্র ত অগাধ সমুদ্র বিশেষ, কিন্তু এই দারুণ কলিকালে

কোন্ শাস্ত্রানুযায়িক সাধনা করিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়?

স্বামী। এই কলিকালে তন্ত্রই প্রশস্ত।

স্ত্রী। তাহা বলিবে বই কি? তন্ত্রে মদ্যপান ও পরনারীগমনের ব্যবস্থা আছে কি না?

স্বামী। তন্ত্রে পঞ্চমকার ব্যবহারের বিধি আছে সত্য, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। মানবগণ স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় পরায়ণ। সুতরাং প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণের অতি ব্যবহার করিলে, যখন মনে ঘৃণার উদয় হইবে, তখন সাধক অতি সহজে ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে। নতুবা প্রথম হইতে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া সাধনা করিবার চেষ্টা করিলে, শেষে পদস্খলনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে।

স্ত্রী। আচ্ছা, তাহা যেন হইল, কিন্তু তন্ত্রমতে সাধনা করিতে হইলে কি কি করিতে হয়?

স্বামী। প্রথমে সৎগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা বিধেয়। পরে ইষ্টমন্ত্র প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই কলিকালে দশমহাবিদ্যার মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। কালীমন্ত্রই কলিকালে বিশেষ প্রশস্ত। কিরূপে কালীমন্ত্রে সিদ্ধ হইতে পারা যায়, তাহা

"কালিকাচরিত" প্রবন্ধে লিখিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আর দ্বিরুক্তি করিবার আবশ্যক নাই।

স্ত্রী। শুনিয়াছি, মন্ত্র সিদ্ধ হইলে উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য্য অনায়াসে করিতে পারা যায়।

স্বামী। হাঁ, উচ্চাটনের বিষয় প্রথমে বলিতেছি। আশ্বীন মাসে মহানবমী তিথিতে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া পঞ্চোপচারে ধবলামুখীর পূজা করিবে। তাঁহার ধ্যান এই রূপ,—

"ধূম্রবর্ণাং মহাদেবীং ত্রিনেত্রাং শশিশেখরাম্।
জটাজুটসমাযুক্তং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিচ্ছদাম্।
কৃশাঙ্গীমস্থিমালাঢ্যাং কর্ত্তৃকাঢ্যকরাম্বুজাম্।
কোটরাক্ষীং সুদংষ্ট্রাঞ্চ পাতাল সন্নিভোকরাম॥"

তৎপরে শেষ রাত্রিতে মহিষের ও অশ্বের বিষ্ঠাদ্বারা কাকের পাখা কলম করিয়া নিম্বপত্রে নিম্নলিখিত মন্ত্র লিখিয়া যাহাকে পাগল করিবার ইচ্ছা তাহার বাটীতে ফেলিয়া দিবে। মন্ত্র যথা,--

"ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ধবলামুখী অমুকং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্।"

এ কার্য্য অতি গোপনে করা কর্ত্তব্য, প্রকাশ হইলে কোন ফলই হইবে না। তৎপরে "হুং অমুকস্য উচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা" এই মন্ত্র এক

লক্ষবার জপ করিয়া, তাহার দশাংশ হোম করিবে। এরূপ প্রক্রিয়া যাহার নামে সঙ্কল্প করিয়া করিবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাগল হইবে।

স্ত্রী। আচ্ছা, ইহার কি কোন কাটান্ নাই?

স্বামী। আছে; প্রথমতঃ উপরোক্ত ধ্যানে ধবলামুখীর পূজা করিয়া "ওঁ হ্রীঁ সঁ হঁ সঃ" এই মন্ত্র দ্বিলক্ষ জপ করিয়া তাহার দশাংশ হোম করিলে, পাগল আরোগ্যলাভ করে।

স্ত্রী। বশীকরণ কিরূপে করিতে হয়?

স্বামী। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ধ্যান পাঠ করিয়া পঞ্চোপচারে চামুণ্ডার পূজা করিতে হয়। যথা,—

"দংষ্ট্রাকোটিবিসঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারেস্থিতা,
খট্বাঙ্গাসিনিগূঢ় দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ।
শ্যামাপিঙ্গলমূর্দ্ধজাভয়করী শার্দ্দুল চর্ম্মাবৃতাচামুণ্ডা
শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদাসাধকৈঃ॥"

তৎপরে লক্ষ জপ ও দশ সহস্র হোম পলাশ পুষ্পদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে করিবে। যথা,—

"তারং চামুণ্ডে জয়চামুণ্ডে মোহয় বশমানায়-মুকং স্বাহা।"

স্ত্রী। শবসাধনের বিষয় কিছু বল দেখি।

স্বামী। শবসাধন অনেক প্রকার ও বিশেষ কঠিন। ইহাতে মনের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা চাই, নতুবা কুফল প্রসব করে। শনি অথবা মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে যদি কোন চণ্ডালের অপঘাত মৃত্যু হয়, সেই শব ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া, তদুপরি উপবেশন করতঃ যথাশাস্ত্র তারা অথবা নীলসরস্বতীর পূজা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ ও হোম করিতে পারিলে সিদ্ধ মনোরথ হওয়া যায়।

স্ত্রী। আজ অনেক দূর হইতে আসিয়া তোমার বিশেষ শারীরিক কষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হউক। কল্য আবার শুনিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

বিবাহ।

স্বামী! আজ তোমাকে বিবাহের বিষয় দুই এক কথা বলিতেছি। স্বগোত্রে বিবাহ

করিতে নাই। পিতা, পিতামহের ও পিতামহ ভাগিনেয় ও পিতার মাতুল পুত্র হইতে উর্দ্ধে সপ্ত পুরুষের প্রত্যেকের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত, এবং মাতামহ, মাতামহীর ভাগিনেয়, মাতার পিতৃস্বসার পুত্র, ও মাতার মাতুল পুত্র হইতে উর্দ্ধে পঞ্চম পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত বিবাহার্থে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

স্ত্রী। নিকট সম্পর্কে অথবা স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই কেন?

স্বামী। ইহা আমাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ; আর যদি কেবলমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করা যায়, তাহা হইলেও ইহা অন্যায়। কারণ এক ভূমিতে ক্রমাগত শস্য রোপন করিলে, ক্রমে ক্রমে শস্য অল্প ও খারাপ জন্মে; সেইরূপ নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সন্ততি বিবাহ করিলে, সেই বংশের সন্তানগণ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অল্পায়ু হইবে।

স্ত্রী। তা ত বুঝিলাম, কিন্তু আজকাল অনেকেই অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দেন না; এ বিষয়ে তোমার মত কি?

স্বামী। আমাদের শাস্ত্রমতে অষ্টম বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে গৌরীদান ফল হয়, নবম-

বর্ষে রোহিনীদান, এবং দশমবর্ষে কন্যাদান ফল হয়। দশমবর্ষে কন্যাদান না করিলে, কন্যার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিরয়গামী হয়েন। আজকাল অনেকে বাল্য বিবাহের ঘোর বিরোধী, কিন্তু আমি তাহাদের পক্ষ কোন মতেই সমর্থন করিতে পারি না। যে দেশে পতির মৃত্যুর পর পত্নী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না, যে দেশে স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, সে দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর অনুমাত্রও সংশয় নাই। স্বামীর যেরূপ মনোবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি, স্ত্রীরও সেইরূপ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ স্বামীর স্বভাব, চরিত্র ও আহার ব্যবহারের বিষয় স্ত্রীর জানা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তাহা যদি ধর্ম্ম সঙ্গত হয়, তাহা হইলে তাহার অনুকরণও স্ত্রীর করা উচিত। এরূপ স্থলে অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া স্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের নিকট মধ্যে মধ্যে পিত্রালয় হইতে আসিয়া স্বামী সম্বন্ধে সকল বিষয় বালিকা অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে। এরূপ করিলে ভবিষ্যতে সে পরিবার যে বিশেষ সুখী হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

নতুবা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া কন্যা স্বামীগৃহে আসিলে, কিছুই শিক্ষা করিতে পারে না, অথবা শিখিতে চাহে না; কারণ একটা ভাষা কথায় বলে, "কাঁচায় না নোয়াইলে বাঁশ, পাক্‌লে করে টাঁস্ টাস্।"

স্ত্রী। আচ্ছা, বাল্য বিবাহ যেন উচিত; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী স্বয়ং স্ত্রী পছন্দ করিতে পারেন কি?

স্বামী। আমার মতে স্বামীর স্বয়ং পাত্রী দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্বামীর পিতা অথবা অন্যান্য গুরুজনেরা দেখিলেই যথেষ্ট। বল দেখি, স্বামী নিজে গিয়া কি দেখিবেন—রূপ এবং গুণ? যদি কন্যার রূপে মোহিত হইয়া কোন পুরুষ তাহাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে রূপ যেমন চিরস্থায়ী নহে, সেই রূপ তাহাদিগের দাম্পত্য প্রণয়ও চিরস্থায়ী হয় না। কন্যার যৌবন অতীত হইলে, রূপের সহিত প্রণয়ও অন্তর্হিত হয়। যদি গুণের মোহে বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই গুণ যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহারই বা কারণ কি? এতদ্ভিন্ন ক্রমাগত এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে, যাহা প্রথমতঃ গুণ বলিয়া

প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অথবা অন্যরূপ দোষে প্রথম গুণ ঢাকিয়া ফেলিতে পারে; এরূপ স্থলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা, উভয়েরই পক্ষে কি ঘোর যন্ত্রনাদায়ক হয় না? কিন্তু আমাদের নিয়ম কেমন চমৎকার দেখ দেখি! শাস্ত্র বলেন, বিবাহ করিলেই ভালবাসিতে হইবে, নতুবা ঘোর অধর্ম্ম হয়, এবং কোটিকল্প নরক বাস হয়।

স্ত্রী। বল দ্বারা কি প্রণয় হয়?

স্বামী। এ প্রণয় ত বলদ্বারা হইতেছে না। পিতা মাতাকে ভক্তি না করিলে পাপ, এ বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া লোকে পিতামাতাকে ভক্তি করিয়া থাকে; ইহাকে কি বল প্রয়োগ বলে? কখনই না। সেইরূপ বিবাহের পর ভাল না বাসিলে পাপ হয়, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে, লোকের মনে স্বভাবতই ভালবাসার উদ্রেক হয়, এবং সেই প্রণয় অচল ও অটল হয়।

স্ত্রী। আমিও এখন বুঝিলাম। তর্কের খাতিরে যিনি যাহাই বলুন না কেন, বাল্যবিবাহ অতি উৎকৃষ্ট প্রথা, এবং শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে পাত্রীকে স্বামীর দেখা উচিত নহে। ভাব, যদিই কাহার

মনে দৈব ভালবাসার উদয় হয়, এবং ইহাকে বিবাহ না করিলে আমার এ সংসারে সুখ সম্ভোগ হইবে না এরূপ বিশ্বাস হয়, তাহা হইলেও (যাহার মূলে কোন ধর্ম্ম নাই) সে বিশ্বাস যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহার কোন অর্থই নাই। এতদ্ভিন্ন যদি এক জনকে দুই জন সমভাবে ভাল-বাসে, তাহা হইলে কি হইবে বল দেখি—তাঁতি-কুল রাখিলে বৈষ্ণব মরে, এবং বৈষ্ণব কুল রাখিলে তাঁতি অধঃপাতে যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বারমাসে তের পর্ব্ব।

স্ত্রী। হিন্দুর বার মাসে তের পর্ব্ব, একথা মিথ্যা নহে; কিন্তু কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ দেব বা দেবীর পূজা হয়, তাহা আমাকে বল।

স্বামী। আচ্ছা; দুর্গোৎসবই হিন্দুর প্রধান পর্ব্ব, সুতরাং দুর্গোৎসব হইতেই আরম্ভ করা যাউক। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হয়। পূর্ব্বে ভগবান রামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনার্থ লক্ষণ ও সীতার সহিত বনে আগমন করিলে, লঙ্কাধিপতির ভগিনী সূর্পনখা বনমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রেকে বিবাহ করিতে চাহে; কিন্তু রামচন্দ্র তাহাতে অসম্মত হইলেন এবং সূর্পনখার নাক কাণ ছেদন করিয়া যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত রাবণ রামের প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লঙ্কাধামে রাখিল। রামচন্দ্র সুগ্রীবাদি বানরগণকে সহায় করিয়া লঙ্কাগমন করতঃ রাক্ষসবংশ ধ্বংশ করিলেন, কেবল মাত্র রাবণ অবশিষ্ট রহিল। অনন্তর রাবণের সহিত রামের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, এবং রামের অস্ত্র শস্ত্র সহ্য করিতে না পারিয়া, দুরাত্মা দশানন ভগবতীর স্তব করিতে লাগিল। তখন স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবী রাবণকে কোলে করিয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন দেবীবলে বলবান হইয়া রাবণ সিংহনাদ করতঃ রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থে

গমন করিল। শ্রীরাম রাবণের রথে দেবীকে দেখিবামাত্র ধনুর্ব্বান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে মাতৃভাবে প্রণাম করিলেন, এবং "আর সীতার উদ্ধার হইল না," এরূপ ভাবিয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মার পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র অকালে বোধন করিয়া দুর্গোৎসব করেন, এবং দেবীর বর প্রভাবে রাবণকে নিধন করিতে সমর্থ হয়েন।

স্ত্রী। দুর্গোৎসবের পর কাহার পূজা হইয়া থাকে?

স্বামী। দেবীপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি-কালে লক্ষ্মীপূজা করতঃ রাত্রি জাগরণ করিলে ধনধান্যে লক্ষ্মীশ্বর হয়। তার পর কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে শ্যামা পূজা। এই মূর্ত্তিতে দেবী রক্তবীজাদি রাক্ষস বধ করিয়া-ছিলেন। তার পর শুক্লানবমীতে জগদ্ধাত্রী পূজা। এই মূর্ত্তিতে ভগবতী নিশুম্ভাদি অসুর নিধন করিয়াছিলেন। তার পর কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজা। দ্বাপর যুগে দুরাত্মা কংশ বসুদেব ও দেবকীকে কারাবদ্ধ করে, এবং দেবকীর গর্ভে যে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তৎ-

ক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করে। একদা দেবর্ষী নারদ তথায় উপস্থিত হইলে, বসুদেব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। পূর্ব্বকালে সুভাগ নামক এক ধার্ম্মিক বিপ্র ছিলেন, এবং দক্ষিণা নাম্নী তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞা পত্নী ছিল। পুত্র না হওয়ায় সুভাগ নিতান্ত দুঃক্ষিত চিত্তে সস্ত্রীক সংসার পরিত্যাগ করতঃ বনে গমন করেন, এবং তথায় দেখেন যে, দেবকন্যাগণ বিবিধ উপচারে ষড়াননের পূজা করিতেছেন। দক্ষিণা অতি বিনীত ভাবে পূজার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবকন্যাগণ কহিলেন, "শিব যেমন জ্ঞান দাতা, বিষ্ণু যেমন মুক্তি দাতা, এবং কালী যেমন চতুর্ব্বর্গ দায়িনী, সেইরূপ কার্ত্তিক সুতদাতা; আমরা পুত্রাভিলাষে কার্ত্তিকের পূজা করিতেছি।" তদনন্তর কার্ত্তিকপূজা করিয়া সুভাগ ও দক্ষিণার কার্ত্তিকতুল্য পুত্র লাভ হয়। তৎপরে এই কার্ত্তিক পূজার ফলে বসুদেব ও দেবকী স্বয়ং নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণরূপে পুত্র প্রাপ্ত হয়েন, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংশকে ধ্বংশ করিয়া পিতামাতাকে উদ্ধার করেন।

স্ত্রী। তার পর।

স্বামী ? তার পর পূর্ণিমা তিথিতে রাসযাত্রা। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে রাধিকা প্রভৃতি গোপীগণের সহিত যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই উপলক্ষ করিয়া এ পূজা হয়ে থাকে। তার পর পৌষ মাসে পৌষপার্ব্বন, পিটে, পুলি, যত ইচ্ছা খাও।

স্ত্রী। তা সময়ও বেশ, শীত কাল।

স্বামী। তার পর বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা, বালকগণের পক্ষে সরস্বতী পূজা না হইলে কুল খাওয়া নিষেধ। বিদ্যালাভের নিমিত্ত লোকে সরস্বতী পূজা করিয়া থাকে। তার পর ফাল্গুণ মাসে দোলযাত্রা, ইহাও রাস-যাত্রার ন্যায় কৃষ্ণের গোপীকাগণের লীলা উপলক্ষে হইয়া থাকে। তার পর অন্নপূর্ণা পূজা। মানবগণের হিতের নিমিত্ত ভগবান পশুপতি স্বীয় ত্রিশূলোপরি বরুণ, অসি ও গঙ্গা বেষ্টিত কাশী নির্ম্মান করেন। এই কাশীধামে যমের অধিকার নাই, এখানে মরিলেই মানবগণ শিবত্ব পায়। মহাদেব কাশী সৃজন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ত বিষ খাই, এবং ধ্যানেতেই আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়, কিন্তু কাশী-

বাসীগণের অন্নগত প্রাণ, অতএব তাহাদিগের অন্ন কিরূপে যোগাইব?” বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া অন্নপূর্ণার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মান করাইলেন। পরে দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া অন্নপূর্ণা আরাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রীষ্ম কালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া, বর্ষাকালে বৃষ্টিতে, শরৎকালে ও হেমন্তকালে শিশির ভোগ করিয়া, শীতকালে জলমধ্যে, এবং বসন্তকালে ঊর্দ্ধবাহু হেঁটমস্তক হইয়া দেবী অন্নপূর্ণার প্রীতির নিমিত্ত মহাদেব ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। শিবের তপ দেখিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মচারী হইলেন, এবং ব্রহ্মাণীর সহিত কঠোর তপ করিতে লাগিলেন। ভগবান হরি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত, দেবরাজ ইন্দ্রাণীর সহিত ঘোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণের এই নিদারুণ তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবী অন্নপূর্ণা চৈত্রমাসে শুক্লনবমী তিথিতে বারানসীধামে অবতীর্ণা হইলেন। তখন ব্রহ্মা তন্ত্রধারক ও শিব পূজক হইয়া দেবীকে বিশেষরূপে পূজা করিলেন। অনন্তর “কাশীতে কোন মানবের অন্নকষ্ট হইবে না,” দেবী এরূপ

বর প্রদান করিলেন এবং কাশীতে চিরকাল থাকিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই অন্নপূর্ণা পূজার সৃষ্টি। ভক্তির সহিত অন্নপূর্ণা পূজা করিলে অন্নকষ্ট থাকে না।

স্ত্রী। অন্নপূর্ণা ত সেই আদ্যাশক্তি জগত্তারিণী কালীর অপর একটী নাম মাত্র।

স্বামী। তা বৈ কি। প্রকৃতি মাত্রেই সেই কালীর অংশবিশেষ, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে। এই জন্য শাস্ত্রে স্ত্রীবধ নিষেধ, এবং রমণীকে এক গণ্ডুষ জলদান করিলে, অসংখ্য বাপী, তড়াগ দান ফল হয়। অন্নপূর্ণা পূজার পর বৈশাখি সংক্রান্তিতে (অর্থাৎ যে তারিখে চৈত্র মাস শেষ হয়) পিতৃপুরুষোদ্দেশে জলপূর্ণ কলস দান করিতে হয়। ঐ তারিখে চড়ক পূজা হয়। পূর্ব্বে বান নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজ ছিলেন। তাঁহার সহস্র বাহু ছিল। সেই বান বিধিমতে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়া চড়ক পূজার সৃষ্টি করেন। প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া চড়কের পূর্ব্বদিন কণ্টকময় শয্যায় শয়ন করিতেন, এবং চড়কের দিন প্রাতঃকালে জিহ্বা ও শরীরের একশত অষ্ট অংশ বান দ্বারা বিদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে

অগ্নি জ্বালিয়া মহাদেবের তপস্যা করিতেন। মহাদেব তপে সন্তুষ্ট হইয়া মনোমত বর প্রদান করিলে, বানরাজা আনন্দে নৃত্য করিতেন, এবং সন্ধ্যাকালে চড়কগাছে পাক খাইতেন। ইহাই চড়ক পূজার সৃষ্টি। বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে ভগবতী যাত্রা। এই দিন দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া মহাজনেরা নূতন খাতা খুলেন।

স্ত্রী। এই দিন মহাজনেরা আপনাদের ক্রেতাগণকে মিষ্টান্ন দান করিয়া থাকে।

স্বামী। তার পর, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশমী তিথিতে গঙ্গাপূজা। পূর্ব্বকালে একদিন দেবাদিদেব মহাদেব গান করিতেছিলেন, এবং গনপতি মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। সেই গান বাদ্যে মোহিত হইয়া ভগবান হরি দ্রব হইয়া যায়েন, এবং ব্রহ্মা সেই জল কমণ্ডলুতে রাখিয়া দেন। এ দিকে সগরবংশে ব্রহ্মশাপ হইল, এবং গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন ভিন্ন আর কোন প্রতীকার নাই ভাবিয়া সগর প্রভৃতি মহারাজাগণ গঙ্গা পূজায় রত হয়েন, কিন্তু কোন মতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিতে সমর্থ হয়েন না। অনন্তর

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কালকবলে পতিত হইলে, তাঁহাদিগের বংশধর মহাত্মা ভগিরথ গঙ্গা আনয়-নের জন্য হিমাচল শিখরে নারায়ণের প্রীতির নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন, এবং মায়াদ্বারা গঙ্গাজল ভিন্ন তথাকার সমস্ত জল হরণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাজল দ্বারা নারায়ণের পদধৌত করিলেন। ভগবান হরি সেই গঙ্গাজল আনিয়া কহিলেন, "ভগিরথ, এই গঙ্গা তোমার নিকট উপস্থিতা, তোমার যথায় ইচ্ছা তথায় লইয়া যাইতে পার।" এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে, স্বয়ং গঙ্গা চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শ্বেতবস্ত্র পরিধানা, মুক্তামনি বিভূষিতা রূপ ধারণ করত কহিলেন, "আমি স্বর্গ হইতে পতিত হইলে পৃথিবী আমার বেগ সহ করিতে পারিবে না, আমি একেবারে রসাতলে চলিয়া যাইব, সুতরাং তোমার কোন কার্য্যই হইবে না। এই ত্রিভুবন মধ্যে এক মহাদেব ভিন্ন আর কেহই আমার বেগ সহ করিতে সমর্থ হইবে না।" অনন্তর ভগিরথ তপ দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট

করিলে, গঙ্গা স্বর্গ হইতে মহাদেবের মস্তকে পতিত হইলেন, এবং তথা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলেন।

স্ত্রী। ইহার পর বুঝি রথযাত্রা?

স্বামী। হাঁ; পূর্ব্বে ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, ঋষিগণ তাঁহার বিবিধ স্তব স্তুতি করণান্তর কহিলেন, "ভগবন্, রাবণ বধ করিয়া আপনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু শ্বেতদ্বীপে দশস্কন্ধ রাবণাপেক্ষাও পরাক্রমশালী এক দৈত্য বাস করে, আপনি তাহাকে বধ করিয়া, ত্রিলোকে শান্তিস্থাপন করুন।" শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃত্রয়, ও বিভীষনাদি রাক্ষস, জাম্বুমানাদি ভল্লুক, ও সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল প্রভৃতি লঙ্কাবিজয়ী বানরগণকে সভিব্যাহারে লইয়া পুষ্পক রথে আরোহন করতঃ শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। সেখানকার সকলেই দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। তাহারা রামসৈন্য দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল "কতগুনো বালক ও পশু কি কারণে এখানে আসিয়াছে।" অনন্তর রামচন্দ্র সসৈন্যে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে আপনার

অভিপ্রায় জানাইলে দ্বারপাল গম্ভীরভাবে কহিল, "দশস্কন্ধ রাবণকে বধ করিয়া তোমরা গর্ব্বিত হইয়াছ, কিন্তু আমাদের মহারাজা শতস্কন্ধ ও অমিত বলবিক্রমশালী; তিনি হয়তঃ বালকজ্ঞানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন না, আর যদি যুদ্ধ করেন, তবে কাহারও নিস্তার নাই। কেন বিদেশে আসিয়া প্রাণ হারাইবে? তোমরা সকলে দেশে ফিরিয়া যাও; তবে যদি একান্তই রবিসুতসদনে যাইবার মানস থাকে, তবে এই যে ঘণ্টা দেখিতেছ, ইহা বাজাও, তাহা হইলেই মহারাজ শতানন অতি শীঘ্র তোমাদের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন।" তখন শ্রীরামের আদেশে হনুমান প্রভৃতি বড় বড় বীরগণ ঘণ্টা বাজাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ঘণ্টা উত্তোলন করিবার শক্তি কাহারও হইল না। তখন মহাবল ভরত ও শত্রুঘ্ন অতিকষ্টে ঘণ্টা উঠাইয়া, ঈষৎ বাজাইতে সমর্থ হইলেন; অন্তঃপুর হইতে শতানন সেই শব্দ শ্রবণ করতঃ মনে মনে ভাবিলেন, "কোন বালক, বোধ হয় আমার ঘণ্টা লইয়া খেলা করিতেছে।" তদনন্তর ঠাকুর লক্ষ্মণ সেই

ঘণ্টা বাজাইলেন, তাহাতে শতানন বলিল, "আহা, বেশ, এ বালকটী কিছু বলিষ্ঠ দেখিতেছি।" অনন্তর রামচন্দ্র নিতান্ত ক্রোধিত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই ঘণ্টা লইয়া ঘোর নিনাদ করিলেন। শতানন সেই ঘণ্টার শব্দ শ্রবণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বাহির হইল। তাহার শত মস্তক, এবং দুই শত বাহু, পর্ব্বতের ন্যায় শরীর উচ্চ, এবং মধ্যাহ্নের সূর্য্যের ন্যায় চক্ষু হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তাহার সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্ন ভিন্ন সমস্ত রামসৈন্য মূর্চ্ছিত হইল। তদনন্তর শতানন বিকট হাস্যে ত্রিলোকভেদী সিংহনাদ করিলে, ভরত-শত্রুঘ্নও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, এবং লক্ষণ থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস স্বীয় ধনুকে টঙ্কার দিল, তখন ইন্দ্রজিতজেতা ঠাকুর লক্ষণও অচেতন হইলেন। অনন্তর ভগবান রামচন্দ্র স্বীয় ধনুকে জ্যা রোপন করতঃ বিক্রমভরে শতাননের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নিদারুণ বৈষ্ণব অস্ত্রদ্বারা তাহার ধনুচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং অত্যন্ত লঘুহস্ত হইয়া শরজালে গগণ আচ্ছাদিত করিলেন।

তখন হাসিতে হাসিতে শতানন স্বীয় মুদ্গরদ্বারা রামনিক্ষিপ্ত সমস্ত শর নষ্ট করিয়া সেই মুদ্গর রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র নিতান্ত ভীত হইয়া পাশুপাত অস্ত্র নিক্ষেপ করতঃ মুদ্গর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, এবং এবং অতি লঘুহস্ত হইয়া একেবারে শত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র সমূহে শতানন কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইল, এবং তৎ-ক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান করতঃ রামরথে আগমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিংশতি হস্তে চাপিয়া ধরিল। সেই চাপনের ঘায়ে রাম অচেতন হইলেন, এবং দুরাত্মা শতাননও হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া শ্রীরাম করযোড়ে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন, স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী করালবদনা চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, মহা মেঘবর্ণা রূপে চৌষট্টি যোগিনী সমভিব্যাহারে তথায় উপনীতা হইয়া রামচন্দ্রকে "ভয় নাই," বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শতাননের ঘণ্টা অতি বিকটনাদে বাজাইয়া রাক্ষসের অন্তঃপুর-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। এতদ্দর্শনে শতানন

অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে যুদ্ধসাজে বহির্গত হইল। তাহার রথচুড়া গগণস্পর্শ করিয়াছে, এবং এক-লক্ষ গর্দ্দভ সেই রথ টানিতেছে। রাক্ষসসৈন্য দর্শনে যোগিনীগণ নানা কাচ কাচিয়া তাহা-দিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল, এবং ক্ষণমাত্রেই সমস্ত সৈন্য নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। তৎ-দর্শনে শতানন নিতান্ত কোপিত হইয়া দেবীর প্রতি ধাবমান হইল, এবং সিংহনাদে ত্রিভুবন কম্পবান হইল। অনন্তর রাক্ষস নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু পরমে-শ্বরী কালী সেই সমস্ত অস্ত্র মূহুর্ত্তমধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস নিতান্ত অমর্ষপরবশ হইয়া যোগিনীগণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে কালী নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া উলাঙ্গিনী-মুক্তকেশী-বেশে অসিহস্তে রণ-মধ্যে ধাবমানা হইলেন, এবং অচিরাৎ অসিদ্বারা সেই রাক্ষসকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ভগবান রাম-চন্দ্রকে কহিলেন, “তুমি দ্বিতীয়া তিথীতে অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়াছ, এবং আজ নবমী তিথীতে এখান হইতে প্রত্যাগমন কর। এই দ্বিতীয়াতে যিনি রথপ্রতিষ্ঠা অথবা বিষ্ণু-

পূজা করিয়া, সপ্তদিন বিষ্ণু আরাধনা করিয়া পুনরায় নবমী তাহাতে রথপূজা এবং তোমার আরাধনা করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে তোমার নিকট গমন করিবেন।” এই বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হইলেন, এবং মহামায়ার প্রভাবে রামসৈন্য সংজ্ঞা লাভ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে পুষ্পক রথে আরোহন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

স্ত্রী। তার পর।

স্বামী। রথের পর ঝুলন ও জন্মাষ্টমী। এ উভয়ই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পূজা। জন্মাষ্টমীর দিন ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহন করিয়া ছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

ধর্ম্মানুরোধে স্বার্থত্যাগ।

স্ত্রী। কতদিন এখানে থাকিবে, এবং এবার আমাকে লইয়া যাইবে ত?

স্বামী। লইয়া যাইব কি, তোমার পিতা পাঠাইবেন না; আমি কল্য প্রত্যূষে এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি।

স্ত্রী। বাবাকে বেশ করে বুঝিয়ে বলিলে না কেন?

স্বামী। অনেক বলেছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলাম, যদি ঈশ্বর প্রাপ্তির নিমিত্ত সেই রূপ চেষ্টা পাইতাম, তাহা হইলে, এতদিন ঈশ্বর দর্শন দিতেন।

স্ত্রী। আমিও মাকে বেশ করে বুঝাইয়াছিলাম, মা রাজি হইয়াছেন, কিন্তু বাবা যেন ধনুর্ভঙ্গ পন করিয়াছেন। মূল কথা, বাবা আমার ইয়ং বেঙ্গল মন্ত্রে দীক্ষিত; ধর্ম্মাধর্ম্ম কাণ্ডাকাণ্ড কিছুই জ্ঞান নাই। অথচ দুই চারি পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া আপনাকে মহাবুদ্ধিমান বলিয়া অভিমান করেন। তুমি পবিত্র হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; এবং তোমার আচার ব্যবহার সেকেলে; এই জন্যই বাবা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইতেছে ন না। আচ্ছা, তুমি একটু ভয় দেখাইলে না কেন?

স্বামী। তাহা কি বাকি আছে। বিধিমতে

উকিলের নোটিস্ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তোমার পিতার "না" আর "হাঁ" হইল না। সত্য সত্যই আমিত আর আদালতে গিয়ে লোক হাঁসা হাঁসি করিতে পারি না। আর মানব বিচারকের নিকট এ বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যিনি রাজা প্রজা, শ্বশুর জামতা, ভ্রাতা ভগিণী প্রভৃতি সকলকে সমভাবে দেখিয়া প্রত্যেকের কার্য্য বিচার করতঃ পুরস্কৃত অথবা দণ্ডিত করেন, যে আদালতে উকিল মোক্তার অথবা সাক্ষী সাবুদের প্রয়োজন নাই, আমি তোমার পিতার সম্বন্ধে সকল বিষয় সেই জগত্তারিণী শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন-কারিণী দেবী দক্ষিণা কালিকার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম; কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি এ যাত্রা তোমার পিতাকে রক্ষা করুন।

স্ত্রী। অবশ্য অসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই; তবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যেমন প্রত্যক্ষ ফল হইত, এ দুরন্ত কলিযুগে তাহা হয় না, এখন ফল কিছু বিলম্বে হয়। আচ্ছা, তুমি আর একটা বিয়ে কর না কেন?

স্বামী। ছিঃ, ও কথা আর বলিও না, ইহাতে আমি বিশেষ কষ্ট পাই। এখন বুঝিতে পারিলে, তোমার পিতা কিছুতেই পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না, এবং কখন যে পাঠাইবেন, সে আশাও নাই। এতদিন ভাবিতাম, তিন বৎসর পরে পাঠাইবেন, কিন্তু যখন তিনি এরূপ করিলেন না, তখন তোমার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছি, এবং অগত্যা ইহা বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি যে,

পিতৃ-মাতৃ-সুত-ভ্রাতৃ-দার-বন্ধাদি সঙ্গমঃ।
প্রপয়ামিব জন্তুনাম নদ্যাং কাষ্ঠোঘবচ্চলঃ॥

"জলাশয়ে পিপাসর্ত্ত জন্তুসকলের, এবং নদীতে স্রোতঃ সমানীত কাষ্ঠরাশির সমাগমের ন্যায়, মনুষ্যদিগের পিতা, মাতা, সুত, ভ্রাতা, দারা ও বন্ধুগণের সহিত মিলন হয়।" বিশেষতঃ মনুষ্যের পরমায়ু অগ্নিসন্তপ্ত লৌহস্থিত জলবিম্বের ন্যায় অল্পক্ষণ স্থায়ী; এবং এই স্বল্প সময়ের জন্য গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কোন মতেই উচিত নহে। ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু তোমার পিতার অমতে তোমাকে লইয়া যাইতে বাসনা

করিনা। কিন্তু তোমা ব্যতীত এ জীবনে আমার বিন্দুমাত্রও সুখের আশা নাই, সুতরাং আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, নীলগিরিতে যে এক জন সিদ্ধ মহর্ষী বাস করেন, আমি তাঁহার নিকট যাইয়া তান্ত্রিক মন্ত্রে অভিষিক্ত হইব, এবং সংসার আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমার্থ চিন্তায় রত হইব।

স্ত্রী। তুমি যেখানে যাইবে, আমিও তথায় যাইব, ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই, পিতা পাঠাইবেন না, হানি নাই; কিন্তু আমি যখন স্বেচ্ছায় যাইতেছি, তখন তিনি কি করিতে পারেন? ভাল, তুমি এ বিষয়ে আপনার বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কি পরামর্শ করিয়াছিলে?

স্বামী। হাঁ, তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া তোমার পিতা মাতা অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন, ইহা একজন বন্ধুকে লেখায় তিনি প্রত্যুত্তর লিখিয়াছেন, এই দেখ।

স্ত্রী। (পত্রপাঠ) তোমার পত্র পাইয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত হইলাম; কিন্তু ধৈর্য্যাপেক্ষা মনুষ্যের আর গুণ নাই; অপরের শত সহস্র দোষ হইলেও রাগিব না, এবং নিজে

নির্দ্দোষী হইতে চেষ্টা করাই জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির কর্ত্তব্য। পিতৃ-পদ-বাচ্য এবং মাতৃ-সদৃশ লোকদিগের শত সহস্র দোষও ক্ষমনীয়, ও তাঁহাদের বিরাগভাজন না হইতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যদিচ বিনা কারণে তাঁহারা দুঃখিত হয়েন, তাহাতেও বড় ক্ষতি নাই; তাঁহাদের রাগ তাঁহাদেরই থাকিবে।

স্বামী। আমারও তাহাই ইচ্ছা; কিন্তু সংসারে থাকিয়া পাছে ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হই, ইহা ভাবিয়া নীলগিরিবাসী যোগীর নিকট বাস করাই স্থির করিয়াছি; এ সম্বন্ধে আমার জনৈক বন্ধু এক পত্র আমাকে লিখিয়াছেন, এই লও, পাঠ কর।

স্ত্রী। (পত্র পাঠ) তোমার পত্র পাঠে অবগত হইলাম, তুমি হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে যোগী দেখিতে যাইবে; তোমার ন্যায় বিবেচক লোকের পক্ষে ইহা নিতান্ত অন্যায়। জগতপিতা ভূতভাবন ভগবান ভবানিপতি এক-জন মহাযোগী; কিন্তু তিনি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন, "আমিও যোগী নহি, বরঞ্চ যোগা-ভ্যাস করিতেছি।" প্রকৃত যোগী কিরূপে হয়,

নারদ শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তদুত্তরে মহেশ্বর বলিয়াছিলেন, "এই সংসারই যোগের মূল; পিতামাতার প্রতি ভক্তিযোগ; স্ত্রীর প্রতি প্রণয় যোগ; এবং অপত্যের প্রতি স্নেহ যোগ। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই যোগত্রয় সংসার মাঝে সাধনা করিয়া, পরে অরণ্য মাঝে গমন করিয়া ঈশ্বর আরাধনা করিলে, মানবগণ সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে, নতুবা প্রথম হইতেই কৃচ্ছ্র সাধন করিলে, বহু ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মানবগণ স্বভাবতঃ তিন প্রকার ঋণে আবদ্ধ, যথা,—দেব ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণ। এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে সমস্ত সাধনা বিফল হয়। যজ্ঞদ্বার দেব ঋণ, জ্ঞানোপার্জ্জণ দ্বারা ঋষি ঋণ, এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এখনকার যত যোগী ঋষি দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই আপন আপন ইষ্ট সাধন জন্য ভেক অবলম্বন করিয়াছেন; কদাচিৎ কোন যোগীকে যথার্থ পরমার্থবিৎ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমার মতে, যোগী দেখিবার আবশ্যক কম বরং যোগী হই-

বার চেষ্টা করা উচিত। যোগী হইতে হইলে, এই সংসারে যোগাভ্যাস করিতে হয়; ছাই ভস্ম মাখিয়া বনে বাসকরতঃ অনাহারে অস্থিচর্ম্ম সার করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করতঃ যোগী হওয়া বড় কঠিন; সংসারে অতি সহজ উপায়ে সাধু হইতে পারা যায়, এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। যিনি সংসারাশ্রমে বাস করিয়া কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতেছেন, এবং যিনি কাম ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা বিবিধ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। হরি কোথায়, যাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা অন্ধ। হরি অন্তরে, হরি সম্মুখে, হরি সর্ব্বত্রই বিরাজমান; নিশ্বাস প্রশ্বাসেতে হরি, জগতস্থ প্রত্যেক পরমাণুতে হরি বিদ্যমান আছেন। হরি সাক্ষ্যাত করিতে হইলে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই, এবং কোথায়ও যাইবার প্রয়োজন নাই; হরি দেখিতে হইলে নিজ অন্তর মধ্যেই দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, দেখিতে পাইবে, হরি সদা সর্ব্বদা হৃদপদ্মাসনে বিরাজ করিতেছেন।

স্বামী। যেমন উষার ভূমিতে বীজ বপন করিলে কোন ফলোদয় হয় না, তেমনি আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে এ প্রবোধ বাক্য স্থান পাইল না; আর তুমিই কেন ভাব না, যাহার স্ত্রী আছে, তাহাকেই সংসারী বলিতে পারা যায়; কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ আমার স্ত্রী থাকিলেও সাংসারিক সুখ ভোগ করা আমার অদৃষ্টে নাই, নতুবা এরূপ হইবে কেন? এ অবস্থায় আমার পক্ষে নগর ও বন তুল্য। এতদ্ভিন্ন সংসারে অবস্থান করিলে, কামাদি রিপু বশ করা অত্যন্ত কঠিন। এখন তোমার হৃদয়াঙ্গম হইয়াছে যে, সংসারে আমার সুখাশা নাই। বিবেচনা কর, এ জীবন কদিনের জন্য? ইহার মধ্যে নিজের সুখের নিমিত্ত কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত বোধ হয় না। কল্যই নীলগিরিতে যাইব, এবং যথাসাধ্য স্বীয় অভিষ্ট সাধনে যত্নবান হইব। তুমিও গৃহে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা কর; কিন্তু পিতা মাতার প্রতি অযথা বাক্য প্রয়োগ করিও না। তুমি স্থির নিশ্চয় জানিও, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইতেছে, এখনও দিনরাত হইতেছে, অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয়,

পাপীর কষ্ট এবং ধার্ম্মিকের সুখ হইবেই হইবে।

স্ত্রী। আমি পিতাকে অবেক্ষা করিয়া নিশ্চয়ই তোমার অনুগমন করিব।

স্বামী। পিতা দেবতুল্য, তাঁহার অবমাননা করিয়া আমার সঙ্গে যাওয়া তোমার কোন মতেই বিধেহ নহে। সাবিত্রী পিতার অনুমতি-ক্রমেই সত্যবানের অনুগামন করিয়া ছিলেন।

স্ত্রী। আমার বাবা যদি অনুমতি না দেন, তাহা হইলে আর কি করিব? পিতা দেবতুল্য, সত্য, কিন্তু পতিব্রতার পক্ষে পতির তুল্য ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র আর নাই। তুমি যতই কেন বল না, আমি তোমার সঙ্গে যাইবই যাইব। এখন তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তুমি যেন আমারে চরণে ঠেলিও না। তুমিইত আমাকে বলিয়াছিলে, ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগমন করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হয় তোমার সঙ্গে যাইব, না হয় আমিও দাক্ষা-য়ণীর ন্যায় এ পাপ দেহ বিসর্জ্জন করিব। (কর জোড়ে) মা কালি, আমি যে কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, তাহা তুমি জান। মা, তুমি

কি আমার কষ্ট বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি ত অন্তর্য্যামিনী, আর অধিক কি বলিব মা, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যেন সম্বৎসর মধ্যে পাপীর শান্তি হয়।

যোগ।

—(*)—

অনুস্হ্য়া শিখর—তরঙ্গা নদীতীর।

স্বামী। (স্বগত) রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সতী পতিব্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। আমার কি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে? অথবা আমারইবা দোষ কি? তাহার পিতার অমতে তাহাকে কখনই আনিতে পারি না। সংসারের সুখের আশায় ত জলাঞ্জলি দিলাম, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? এ স্থানটী বেশ মনোরম, এই স্থানেই যোগাভ্যাস করা যাউক, নীলগিরিতে পরে যাইব। ইহাতে আমার কষ্টও দূর হইতে পারে, কারণ যোগ-বলে সকলই সম্ভবে। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ মহাত্মা

রামচন্দ্রকে আতিথ্য-সৎকার করিবার সময় কিনা করিয়াছিলেন? মহর্ষি বিশ্বামিত্র ত যোগবলে দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। অগস্ত্য যোগবলে সপ্ত সমুদ্র এক গণ্ডুষে পান করিয়াছিলেন। আমিও যোগবলে প্রতি লোমকুপ হইতে আমার বিবাহিতা পত্নী হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন এক এক স্ত্রী উৎপন্ন করিব। কিন্তু আজ কাল ত অসময়, কোন দেব দেবীর সাধনার সময় নয়। অথবা সাধনার আর সময়াসময় কি? যোগিনী-তন্ত্রে লিখিত আছে যে, দশমহাবিদ্যার আরাধনার নিমিত্ত কালাকাল নাই। আমি এই মুহূর্ত্ত হইতে সেই দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা কালী আরাধনা করিব। ভক্তগণের পক্ষে এ আরাধনা অতি সহজ। প্রথমতঃ যথাশাস্ত্র দেবীর পূজা করিয়া দুইলক্ষ বীজমন্ত্র জপ, এবং তাঁহার দশাংশ হোম করিলে মা দর্শন দেন। তবে আর কালবিলম্ব কেন, এই যোগে নিমগ্ন হই। (যোগাসনে উপবেশন, এবং যথাশাস্ত্র পূজা, জপ ও হোম করণ।) এই ত বিনাব্যাঘাতে আরাধনা সমাধা করিলাম। এ কি!

(সম্মুখে চতুর্ভুজা করালবদনা সদ্যচ্ছিন্নশির ও খড়গধারিণী অভয়া বরদা কালী উপস্থিতা।)

মা, তোমার চরণে প্রণিপাত হই। আমি আর কিছুই চাই না, কেবল মাত্র মা, তোমার চরণে আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে! এইত মায়ের নিকট হইতে মনোমত বর প্রাপ্ত হইলাম। বাঃ, এই যে দেখিতে দেখিতে আমার প্রত্যেক লোমকুপ হইতে এক এক স্ত্রী উৎপন্না হইল। তবে আর কেন, এস সকলে মিলিয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করি।

মিলন।

——oo——

(তুনুয়া শিখর—তরঙ্গা নদীরতীর।)

যোগিনী-বেশে স্ত্রীর প্রবেশ।

স্ত্রী। (স্বগত) একটা কথায় বলে, "দায় পড়লে রায় মহাশয়," না ঠেকলে কেহই শেখে না। বাবা এতদিন মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেন বটে, কিন্তু অন্তরে ঘোর নাস্তিক

ছিলেন। ঠাকুর দেবতা দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। আপিস হইতে বাটী যাইবার সময়, ইয়ার সঙ্গে মদ খাইয়া বোমি করে গা ভাসাইতেন, আবার কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'আমি কখনও চুরট খাই না, কাল চুরট খেয়ে এমন হয়ে ছিল।' কিন্তু যে পর্য্যন্ত আর্য্যপুত্রের মনে দারুণ কষ্ট দিয়েছেন, সেই সময় হইতেই তিনি সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। আজ ইহার পীড়া, কাল ইহার অসুখ, ডাক্তারের খরচ দিতে দিতেই বাবার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। তাহার পর, তিনি নিজেই কি ভাল? তাহাও নহে। মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে! সর্ব্বদা যেন দিগম্বরী যোগিনীগণ কখন প্রকাশ্য এবং কখন অপ্রকাশ্য ভাবে দিনরাত্রি বাবার চতুর্দ্দিকে নিষ্কোসিত অসি হস্তে ভ্রমন করিতেছে, এবং কখনও বা দন্ত কিড়ি মিড়ি করিয়া ভয় দেখাইতেছে। বাবাও কখন কখন তাহা বুঝিতে পারেন, এবং আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠেন; লোকে ভাবে, তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। যেরূপ গতিক, তাহাতে পরিণাম কি হইবে, কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না। বোধ

হয়, কালপূর্ণ হয় নাই বলিয়াই এ পর্য্যন্ত বাবা জীবিত আছেন। তবে মঙ্গলের চিহ্ন এই যে, বাবার মতিগতি ফিরিয়াছে, এখন তিনি পরম হিন্দু হইয়াছেন, এবং আমাকেও স্বামী সঙ্গে মিলিতে আদেশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভৈরবীগণ যে বাবার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে, ইহার কারণ কি? শুনিয়াছি, তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়িক মারণ করিলে এইরূপ হয়। আর্য্যপুত্র যেরূপ কালীভক্ত, এবং সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত, তাহাতে তিনি সবই করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার দ্বারা এ কার্য্য কখনই সম্ভবে না। যদি আর্য্যপুত্রের মনের ভাব এইরূপ হইত, তাহা হইলে এত কষ্ট করিবার আবশ্যক কি? তিনি ত ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে আমাকে লইয়া যাইতে পারিতেন। আসল কথা, পুত্রের কষ্টে যেমন মায়ের মন কাঁদে, এমন আর কাহারও নহে। তাই বুঝি, জগজ্জননী আর্য্যপুত্রের দুঃখ নিবারণের জন্য এ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন; বস্তুতঃ আমার বোধ হয়, এ সেই যোগমায়ার মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র আর্য্যপুত্রের দর্শনলাভ করিতে পারিলেই মঙ্গল,

নতুবা অচিরে যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (ব্যাকুল ভাবে) আর্য্যপুত্র, তুমিত নীলগিরিতে যাইবে বলিয়াছিলে, কিন্তু মার্কণ্ডেয় আশ্রমবাসী ঋষিগণের প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে যে, তুমি এখানেই আছ। আর্য্যপুত্র, ধন্য তোমর মনের উন্নতি, ধন্য তোমার গুরুজন ভক্তি! পাছে আমার পিতার মনে কষ্ট হয়, পাছে আমি তোমাকে বাধা দেই, এই ভয়েই আমার অজ্ঞাতে কোথায় গমন করিয়াছ; কিন্তু আমাকে না হয় লুকাইলে, আমার মনকে ত লুকাইতে পারিবে না। মন ত তোমার অনুগমন করিয়াছে। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) এই ত অনুসূয়া শিখর, ইহার সকল স্থান তৃণে পরিপূর্ণ, তাহাতে মৃগকুল বিরাজ করিতেছে; ফলপুষ্প-শোভিত দ্রুমনিচয় এবং বিচিত্র বর্ণের লতা সমূহ ইহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। অনতিদূরে ব্যাঘ্র শার্দ্দুল প্রভৃতির ভীষণ রবও শ্রুতিগোচর হইতেছে; এই ত ১৩২ ধাপের পর হনুমানের মন্দির; এই ত অত্রি মুণির আশ্রম, এইখানেই পতিব্রতা অনুসূয়া রামের অনুগামিনী জানকীর

আতিথ্য করিয়াছিলেন; এই যে দেখিতেছি, ঋষিপ্রবর সূর্য্যের ন্যায় তেজ ধারণ করতঃ অকাতরে নিঃস্বার্থ ভাবে ঔষধদান করিতেছেন; এই ঘোর কলিকালেও অত্রিমুনির আশ্রম সাধুশুন্য নহে; পরোপকারই এ ঋষির প্রধান ব্রত। ইহাঁর এমন অলৌকিক ক্ষমতা যে, যত কঠিন রোগই হউক না কেন, ইনি রোগীকে লতা পাতা খাওয়াইয়া আরাম করেন। সচরাচর লোকে ইহাঁকে সিদ্ধবাবা কহে। ইহাঁর গুরু সিদ্ধপুরুষ ও ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার কাল পূর্ণ হওয়ায় তিনি ইহাঁকে "ঔষধদানে রোগীকে আরোগ্য করিবে, এবং যথাসাধ্য সাংসারিক লোকজনকে রোগ হইতে মুক্ত করিবে," এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। সিদ্ধবাবাও হৃষ্টান্তঃকরণে গুরুর আজ্ঞা পালন করিতেছেন। এইত তরঙ্গানদী; কই, আর্য্যপুত্র কোথায়? নদীর পরপারে যে এক জন মহাযোগী আছেন, যাঁহার দর্শন একান্ত দুর্ল্লভ; ব্যাঘ্রসম বলবান অষ্ট, কৃষ্ণকায় কুক্কুর যাঁহার আশ্রম সততঃ রক্ষা করিতেছে, এবং কেবলমাত্র একাদশীর দিন যাঁহার যজ্ঞাগ্নির ধূম দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যপুত্র, তুমি কি

তাঁহার নিকট গিয়াছ? না, আমার মন ইহা মানিতেছে না। এ কি, ঐ যে অবিকল আমারই ন্যায় অসংখ্যা স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া কে এক জন তপস্যা করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! একে একে সকল স্ত্রীগণ যে আমার লোমকূপ মধ্যে বিলীন হইল, অথচ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। (ক্রমশঃ তপস্বীর নিকটে গমন) হা আর্য্যপুত্র, তুমি এবেশে এখানে! (চরণে পতন।)

স্বামী। (ধ্যান ভঙ্গ) তুমি এখানে! তোমার পিতার অনুমতি লইয়া আসিয়াছ ত?

স্ত্রী। হাঁ।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।